

‘অফিসার কাকে সাহায্য করছেন?’ বেআইনি বাড়ি ভাঙা নিয়ে প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ কলকাতা শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছিল। আর তার জেরে বাড়ি হেলে পড়ছিল বলেও অভিযোগ সামনে এসেছে। এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। সেই মামলার শুনানিতে প্রবল ক্ষোভ উগরে দেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বৈশিষ্ট্যে ওঠে



বেআইনি নির্মাণ নিয়ে মামলা। সেখানেই বেআইনি বাড়ি ভাঙা নিয়ে কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের উপর ক্ষোভ উগরে দেয় ডিভিশন বৈশিষ্ট্য যা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কলকাতা পুরসভার অধীনে থাকা এলাকায় এমন বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ বারবার উঠেছে। তাই ওই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরও তেমন কোনও হেলদিয়ে দেয়া দেয়নি। এই বিষয়টি নিয়ে এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম প্রশ্ন তোলেন, “কাকে সাহায্য করছেন অফিসার?”

ইদানিং মহানগর কলকাতায় একের পর এক বাড়ি হেলে পড়া থেকে শুরু করে হুমুড়িয়ে বাড়ি ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা দেখা গিয়েছে। বাধ্যবাধীনের ঘটনা দেখানো উদ্ভল উদাহরণ। তার পরও বেআইনি বাড়ি নিয়ে কোনও প্রশাসনিক তৎপরতা নেই বলেই এদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতাল চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বৈশিষ্ট্য বিরক্তি দেখা যায়। এই বেআইনি নির্মাণ নিয়ে যখন সওয়াল-জবাব চলছিল তখন প্রধান বিচারপতির বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, “কলকাতা পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারকে আজই সাপসেভ করব? অবসরের সময় হয়ে গিয়েছে, তার আগে এখনই সাপসেভ করে দিচ্ছি।” এই কথা বলার কারণ হল, ওয়াটগঞ্জ এলাকার একটি বাড়ির ৬ থেকে ৫ তলা বেআইনি বলে অভিযোগ আসে। তারপরও ওই বাড়ি পরীক্ষা করেননি ইঞ্জিনিয়াররা বলে অভিযোগ। তাই হলফনামা দেবেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতিরা। বরো ৯-এর ইঞ্জিনিয়ারের উপর ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি বলেন, “এসএন ব্যানার্জিতে ওর অফিস থেকে বাড়ি যেতে হবে না। সোজা জেলে পাঠাব। হলফনামা দিয়ে আদালতকে ভুল বোঝাচ্ছেন।” এই হলফনামা নিয়েও বেশ চর্চা হয় কলকাতা হাইকোর্টে এজলাসে। আর তা খতিয়ে দেখে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, “বেআইনি বাড়ির অভিযোগ এলে অন্তত একবার খতিয়ে দেখতে যেতে হবে। কিছুই উনি করেননি। উল্টে বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করছেন। বেশি স্মার্ট ভেবেছেন নিজেসে। ওয়াটগঞ্জ থানার বিরুদ্ধেও অভিযোগ এসেছে। মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে মামলাকারীর বিরুদ্ধে। দুর্নীতি দেখলে কড়া পদক্ষেপ করুন, তাহলে পরবর্তী সময়ে বাকিরা ভয় পাবেন।”

ওয়াটগঞ্জের ওই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতিরা। আগামী ১৬ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

‘অধিনায়ক অভিষেক’! অনুগামীদের হলুদ পতাকায় ছেয়ে গিয়েছে দক্ষিণ কলকাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ছাফিশের নির্বাচন। হাতে আর একটা বছরও নেই বলেই চলছে। সেই ‘মহাপ্রজ্ঞার’ আগে আবার নতুন রূপে ময়দানে নেমে পড়লেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৬ মার্চ ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসছে তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সৈনিকরা। আর তার আগেই শুক্রবার সকাল থেকে অভিনব এই পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা। দলের অভ্যন্তরে অভিষেকের প্রচুর অনুগামী রয়েছেন। ফলে নেতার প্রতি অনুগামীরা তাঁদের ভালবাসা এভাবে প্রকাশ করতেই পারেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের জেরে এই পোস্টার তার চেয়েও কিছু বেশি বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, রবিবার ছাফিশের ভোটের জন্য তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া রণকৌশল তৈরিতে গাঢ়বিবাগান এলাকায় হবে এই বৈঠক। আর তার আগেই পোস্টার ও পতাকায় ছেয়ে গেল গোটা দক্ষিণ কলকাতা। পতাকায় ফুটে উঠল ‘অধিনায়ক অভিষেক’। এই প্রসঙ্গে



অভিষেক ওদেরই সংগঠনেরই একটি শাখা। তাই এই পতাকা। উল্লেখ্য, মাস কয়েক আগে তৃণমূলের দুই হাইকমান্ডের ‘বিভ্রমণ’ নিয়ে দলের মধ্যে তৈরি হয়েছিল জল্পনা।

দিয়েছিলেন তিনি। আর তারপর থেকেই পুনরায় ময়দানে নেমে পড়তে দেখা গিয়েছে অভিষেককে। সামনেই নির্বাচন। তাই আরও ‘কর্পোরেট আকারে ভোটের ময়দানে আসার বৈধেছে তৃণমূল। এমনকি, হাজার বিতর্কের পরেও আগামী নির্বাচনেও তাদের কৌশলী যে আইন্যাক হতে চলেছে তাও স্পষ্ট করেছে তারা। একাংশের দাবি, ভোটের এই সব কৌশলই তৈরি করছেন অভিষেকই। দলে যে তিনি অধিনায়ক তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভালয়-ভালয়। প্রসঙ্গত, মমতার পর দলে অভিষেকই সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, তা স্পষ্টভাবে একটি নৈতিক থেকে ইঙ্গিতে স্বীকার করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সূত্রত বর্জীও। অভিষেককে ‘আমাদের সম্বোধন’ করতে দেখা যায় তাকে। এমনকি, গতকাল বিশেষ যাওয়ার আগে তৃণমূল সূত্রমোও কার্যত পরিষ্কার করে দিয়েছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে কার হাতে থাকবে দলের রাশ। বিদেশ সফরকালীন সময়ে দলের কাজকর্ম যে ‘যৌথ নেতৃত্ব’ অর্থাৎ সূত্রত-অভিষেকের মিশেল দেখত চলেছে তা স্পষ্ট করেছেন মমতা।

রাষ্ট্রপতির কাছে ফের অপরাজিতা বিল অনুমোদনের আর্জি মহিলা তৃণমূল সাংসদদের



নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ আসরে ফের অপরাজিতা বিল। আরজি করা ধর্ম-কাণ্ডের পরে রাজ্যে ধর্মের অভিযুক্তের দ্রুত ফাঁসির দাবি জানিয়ে পথে নেমেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শাসকদলের অন্য নেতা-কর্মীরা। সেই সময়ই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ধর্ম-কাণ্ডের দিনের পর দিন না ফেলে রেখে দ্রুত ট্রায়ালের মাধ্যমে নির্মীতিতাকে বিচার দেওয়ার জন্য একটি বিল আনবেন তারা। সেই সূত্র ধরেই পরবর্তীতে বিধানসভায় পাস হয়েছিল ‘অপরাজিতা বিল’। নারী সুরক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ নিয়ে সমর্থন জুগিয়ে ছিল বিরোধীরাও। কিন্তু আজ মাসের পর মাস কেটে গেলেও রাষ্ট্রপতির থেকে এখনও মেলেনি অনুমোদন। শুক্রবার যখন দেশের সাংসদদের সৌজন্যমূলক প্রাতিঃরায় ও চা-চক্র

রাষ্ট্রপতি ভবনে নিমন্ত্রণ জানানেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেই সৌজন্য সাক্ষাৎকার থেকে অপরাজিতা বিলের অনুমোদন নতুন করে আবেদন জানানেন তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা। রাষ্ট্রপতির এই চা-চক্র উপস্থিত ছিলেন বাংলার শাসক-বিরোধী দুই গোষ্ঠীর সাংসদরা। সেখানে বিধানসভা হয়ে সর্বসম্মতি পাস হওয়া বিলকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানানো দেখা গেল তৃণমূল সাংসদদের। এই প্রসঙ্গে দলের রাজসভা সাংসদ দেলো সেন জানানেন, “বাংলা-সহ অন্যান্য রাজ্যের সাংসদরা আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রাতিঃরায় আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানেই আমি, কবিতা, জুন, মৌসুম প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁরা কাছে বিধানসভায় পাস হওয়া অপরাজিতা বিল অনুমোদনের আর্জি রাখি।”

জামাই জবানবন্দি দেওয়ার তিনদিন পর অক্সিজেন সাপোর্টে পার্থ, আজও শেষ হল না শুনানি



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ গত মঙ্গলবার রাজসাক্ষী হিসেবে আদালতে বয়ান দিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই অবস্থার অবনতি হল পার্থর। বৃহস্পতিবার থেকে অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। শুক্রবার আদালতে এ কথা জানানোলেন তার আইনজীবী। এদিনও শেষ হল না তার জামিন মামলার শুনানি। ২০২৬ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন তিনি। বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় জেল হাসপাতালে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এদিকে, আজ শুক্রবার ছিল পার্থর জামিনের আবেদনের শুনানি। আজও শেষ হল না সেই শুনানি। এদিন পার্থর জামিনের আবেদনের শুনানিতে প্রাক্তন মন্ত্রীর অসুস্থতার কথা আদালতের সামনে উল্লেখ করে

পার্থর আইনজীবী। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার থেকে জেল হাসপাতালে অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন আমার মক্কেল। গত কয়েকদিন ধরেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন পার্থ। পার্থর জামাই নিয়েও দুর্নীতি সংক্রান্ত ইডি-র মামলার রাজসাক্ষী হয়েছেন। আর পার্থ জামিনের আবেদন করেননি সিবিআই-এর করা মামলায়। শুক্রবার সেই জামিনের আবেদনের আংশিক শুনানি হয়েছে। পার্থর আইনজীবী সওয়াল করেন এদিন। পরের দিন সিবিআই আইনজীবীর সওয়ালের বিরোধিতা করে জানিয়ে সওয়াল করবে। ওইদিন তদন্তকারী অফিসারকে গোটা মামলার কেস ডায়েরি নিয়ে শুনানিতে হাজির হতে হবে বলে নির্দেশ আদালতের। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতের ২০ নম্বর জুডিশিয়াল ম্যাজেস্ট্রেটের এজলাসে গোপন জবানবন্দি দেন কল্যাণময়। তবে সূত্রের খবর, আদালতে নতুন ও সঠিক তথ্য না দিলে বিপদ বাড়বে কল্যাণময় ভট্টাচার্যের। রাজসাক্ষী হওয়ায় ইতিমধ্যেই ইডি-র মামলা থেকে অভিযুক্ত হিসেবে কল্যাণময়ের নাম সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকা-ইজরায়েলের পথেই ভারত! সংসদে দাঁড়িয়ে সীমান্ত-রক্ষায় ‘আসল নীতি’ স্পষ্ট করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ শুক্রবার রাজসভায় ভাষণ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মোদির রবিবারের পডকাস্টের পর থেকে নতুন করে কাশ্মীর ইস্যুতে চড়ছে সুরা। প্রধানমন্ত্রী থেকে বিদেশমন্ত্রী প্রত্যেকের মুখেই উঠে এসেছে কাশ্মীরে একদা পাকিস্তানের তৈরি করা বিশৃঙ্খলার কথা। এদিন রাজসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সেই কাশ্মীর ইস্যুকেই আবার তুলে ধরতে ভুললেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।



পাকিস্তানি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তের বদলা থেকে কাশ্মীরে কেন্দ্রের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি সব প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন শাহ। এদিন তিনি বলেন, “এই বিশ্বে এতদিন মাত্র দুটিই দেশ ছিল, যারা নিজদেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রচণ্ড জোর দিত, একটি আমেরিকা ও অন্যটি ইজরায়েল।” এরপরই শাহ বলেন, “এবার থেকে সেই তালিকায় জুড়ে গিয়েছে ভারতও। পড়শি দেশের সন্ত্রাসবাদীরা নানা ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমাদের জিরো টলারেন্স নীতির সামনেই ওরা রুখে গিয়েছে। যেমন ওরা হামলা

হিথরো বিমানবন্দরে আগুন পিছিয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর!



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ বিদ্যুৎক্ষেপে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিপত্তি হিথরো বিমানবন্দরেও। আগুন ছড়িয়ে পড়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিমানবন্দর। বিমান ওঠানামা করে থেকে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাৎসরিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফর পিছিয়ে গেল। সূত্রের খবর, ২২ তারিখের পরিবর্তে তিনি ২৪ মার্চ লন্ডন রওনা হবেন। তবে এই সময় যাতে

এগিয়ে আনা যায়, তার জন্য বিমান সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের আলোচনা চলছে বলে সূত্রের খবর। শুক্রবার সকালে লন্ডনের একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় হিথরো বিমানবন্দরের বিদ্যুৎ পরিসেবা। ফলে বাধ্য হয়ে বন্ধ রাখা হয় বিমানবন্দরের উড়ান পরিষেবা। বিমানবন্দরে সূত্রের খবর, এই বিপর্যয়ের জেরে শুক্রবার সফরসূচি অনুযায়ী, ২২ তারিখ অর্থাৎ শনিবার সকালে লন্ডন রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হিথরো বিমানবন্দরের বিপর্যয়ের জেরে শনিবারের সেই সফর পিছিয়ে গিয়েছে বলে খবর। ২২ তারিখের বদলে ২৪ তারিখ অর্থাৎ সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রওনা হতে পারেন। লন্ডনযাত্রা পিছিয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে থাকার সময়ও কমছে। ২৫, ২৬ এবং ২৭ মার্চ - পরপর তিনদিন সেখানে একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাণিজ্য বৈঠক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একটি বৈঠক করার কথা তাঁর। পূর্বসূচি অনুযায়ী, সেসব শেষ হলে ২৮ তারিখ লন্ডন থেকে ফের কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। তবে নতুন সফরসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর ফেরার দিন বদল হচ্ছে কি না, তা এখনও অজানা।

পুলিশ ‘না’ করেছিল, হলদিয়াতে শুভেন্দুর মিছিলে অনুমতি আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ হলদিয়া নিউ মার্কেট এলাকায় বিজেপি মিছিলে অনুমতি দিল হাইকোর্ট। শুক্রবার নির্দেশ দেন বিচারপতি তীর্থধর ঘোষ। হলদিয়াতে মিছিল ও সভা করতে পারবেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তবে বেশ কিছু শর্ত আরোপ রয়েছে। মিছিলের শুরু হবে ফুদিরাম স্কোয়ার এবং শেষ হবে দুর্গাচক নিউ



মার্কেটে। সেখানে স্ট্রিট কর্নার মিটিং করতে পারবে। বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, মিছিল এবং স্ট্রিট কর্নার শেষ করতে হবে দুপুর ১টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে। শব্দ বিধি মেনে মাইক বাজাতে হবে। বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, “আমি জানি রাজনৈতিক দল গুলির স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর।” প্রসঙ্গত, গত ১০ মার্চ

বিধায়ক তপসী মণ্ডল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। তপসী তৃণমূলে যোগ দিতেই শিল্পনগরীতে একের পর এক সভা-কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। ২২ মার্চ হলদিয়াতে মিছিল ও পথসভা কর্মসূচি নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে সেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়েছে, শুভেন্দুরা শনিবার হলদিয়ায় মিছিল করতে পারবেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, তপসীর তৃণমূলে যাওয়া নয়, তাকে দেওয়া চ্যালেঞ্জ ও শিল্পনগরীতে বেথে দেওয়া তৃণমূলের নম্বর টু-র লক্ষ্যমাত্রাকে চ্যালেঞ্জ করেই ওই এলাকায় একের পর এক কর্মসূচি করছেন শুভেন্দু।

রামনবমী নিয়ে ডিএম-এসপিদের বার্তা নবান্নের, হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ পর পর কয়েক বছর রামনবমীর দিনে রাজ্যের একাধিক জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার তদন্ত করেছে এনআইএ এবং তাতে প্রেক্ষতারিৎ হয়েছে। এবারেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য সময় থাকতে কড়া পদক্ষেপ করল নবান্ন। সূত্রের খবর, এবারে রাম নবমীর দিনে নতুন করে কোনও মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পথ। একই সঙ্গে রামনবমীকে কেন্দ্র করে কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য এখন থেকেই



নির্বাচন। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ভোটের আগে বাংলায় হিন্দুত্বের আরও জাগরণ করার চেষ্টা করবে গেরুদা শিবির। সেদিক থেকে এবারে রামনবমী বিজেপির বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে রামনবমীতে অশান্তি এড়াতে মরিয়া প্রশাসনও।

প্রতিটি থানাকে সজাগ থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ এপ্রিল রাম নবমী। এবারে রামনবমীর দিন রাজ্যে কয়েক লক্ষ লোক নামানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু এও বলেছেন, বাধা দিতে এলে দেশে নেওয়া হবে। বছর ঘুরলেই রাজ্যের বিধানসভা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে আবার র্যাগিং, পড়ুয়ার পরিবারকে হুমকি দেওয়ায় তদন্তের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিরাম নেই ঘটনাপ্রবাহ থেকে। এবার আবার একজন স্নাতকোত্তর পড়ুয়াকে র্যাগিং করার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনা অবশ্য এখানেই থেমে থাকেনি। বরং গোটা ঘটনা ধামাচাপা দিতে পড়ুয়ার অভিভাবককেও পড়তে হল হুমকির মুখে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় হয়ে গিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই দু’বছর আগে র্যাগিংয়ের জেরে ছাত্রমৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটেছিল। তাতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজ্য-রাজনীতি। কিন্তু তারপরও হুঁশ ফিরল না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে আবার উঠল র্যাগিংয়ের অভিযোগ। স্নাতকোত্তর পড়ুয়াকে র্যাগিং করার অভিযোগ উঠল একদল পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় জোর আলোড়ন পড়ে গিয়েছে ক্যাম্পাস জুড়ে। র্যাগিং বিরোধী প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে ‘র্যাগ’ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকী এই ঘটনার পাশাপাশি ওই পড়ুয়ার পরিবারকেও হুমকি

দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তার জেরে আজ, শুক্রবার এই র্যাগিংয়ের ঘটনার তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।



রেজিস্ট্রারে ‘এন্ট্রি’ ছাড়াই ১৮ মার্চ বিকেলে মেন হস্টেলে যান কিম্বা স্টাডিজ বিভাগের ওই ছাত্র। সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক ছাত্রের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তখন অভিযুক্ত ছাত্রকে ফেসবুকে একটি পোস্ট করতে বলা হয়। আর তা নিয়েই শুরু হয় বাদানুবাদ। তারপরই

ঘটনা অন্য পথে মোড় নেয় বলে সূত্রের খবর। এই অশান্তি হওয়ার পর স্নাতকোত্তর বিভাগের ওই ছাত্র মেন হস্টেলে হেনস্তার শিকার হন বলে দাবি করেছেন। তখনই তাঁকে র্যাগিং

দেখছেন ওই তদন্ত কমিটির সদস্যরা। এই ঘটনার ফলে তীব্র অশান্তির বাতাব্রণ তৈরি হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের ঘটনা আবার যেন স্মৃতিতে খোঁচা দিল। মেন হস্টেলেই র্যাগিংয়ের শিকার হয়ে মৃত্যু হয়েছিল প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের। নদিয়ার বগুলার বাসিন্দা ছিলেন ওই ছাত্র। এই ঘটনার জেরে এখনও অনেকে জেলবন্দি। তার পরও পরিবেশ পাট্টাটো না। ২০২৩ সালের ঘটনার পরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা হয়। তারপরেও অশান্তি থাকেনি। হস্টেলে রাতে প্রবেশ করার নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আদ্যেপালনের মুখে পড়েন খোদ উপাচার্য। কদিন আগে ওয়েবকন্ফারেন্সের সোমবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রজ্য বসু উপর হামলা হয়। অধ্যাপকদের মারবার কথা হয়। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। এবার আবার র্যাগিংয়ের অভিযোগ।

করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। র্যাগ হওয়া পড়ুয়ার দাবি, তাঁর পরিবারকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সবদিক খতিয়ে

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক, সমাপ্তি ২৬ মার্চ



নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : বেঙ্গালুরুতে শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন-দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ২১ থেকে ২৩ মার্চ। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক এবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত হয়েছে।তিন-দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, শুক্রবার সকালে ভারত মাতার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সংসদস্চালক মোহন ভাগবত ও সরকারিাধায় দণ্ডাধ্রেয় হোসবালো। এরপর বৈঠকের শুভারম্ভ হয়। এই বছরের অক্টোবর মাসে আরএসএস ১০০ বছর পূর্ণ করবে। তাই আরএসএস-এর শতবর্ষ সম্পর্কিত সমস্ত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হবে এই বৈঠকে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে অমিত

শাহ ও নরেন্দ্র মোদীর কোনও মূল্য নেইঃ কল্যাণ বান্দ্যোপাধ্যায়



নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তীব্র কটাক্ষ করলেন ভূগমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করেন কল্যাণ। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের ঘোমুখি হয়ে কল্যাণ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলা উচিত, বিজেপিকে অন্য রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে ৬৫৬ (রাষ্ট্রপতি শাসন) প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রচুই নেই। তার ‘শুভেন্দু অধিকারী’ সাহস নেই।শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেছেন, তিনি চান, অমিত শাহ তাকে সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, ইডি, সব কিছুই দিন... এসব নেওয়ার পর, তারা ভোট লুট করবে এবং তারপর নায়ক হয়ে যাবে, পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর কোনও মূল্য নেই, পশ্চিমবঙ্গে অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদীরও কোনও মূল্য নেই।

আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিং: অভিষেক শর্মা, বরুণ চক্রবর্তী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন

দুবাই, ২১ মার্চ: ভারতীয় ব্যাটসম্যান অভিষেক শর্মা (৮২৯) এবং রহস্যম্যান স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী (৭০৬) যথাক্রমে ব্যাটসম্যান্যন এবং বোলারদের জন্য সর্বশেষ আইসিসি টি-২০ তালিকায় তাদের কেরিয়ারের সেরা দুই নম্বর স্থান ধরে রেখেছেন। অল রাউন্ডারদের তালিকায় হার্দিক পাণ্ডিয়া ২৫২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে, নেপালের দীপেন্দ্র সিং আইরি (২৩০) এবং অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টোইনিস (২১০) এর চেয়ে এগিয়ে।গত বৃথবার প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে হার্ডিহিটার ব্যাটসম্যান তিলক ভাঠা(৮০৪) এবং ভারতের টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (৭৬৯) যথাক্রমে চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছেন।অস্ট্রেলিয়ার ট্র্যান্ডিস হেড ৮৫৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষে আছেন।যেখানে ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট ৮১৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।বেলিং তালিকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেইন (৭০৭ পয়েন্ট) শীর্ষে রয়েছেন, বরুন চক্রবর্তী ৭০৬ পয়েন্ট নিয়ে মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে আছেন এবং ইংল্যান্ডের লেগ-স্পিনার অদিল রশিদ (৭০৫), শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাদা (৭০০) এবং অস্ট্রেলিান লেগি আডাম জাম্পা (৬৯৪) এর চেয়ে এগিয়ে আছেন ভারতের রবি বির্গেই ৬৭৪ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে, আর বাঁহাতি পেসার আরশদীপ সিং ৬৫৩ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে রয়েছেন।

তিরুম্মালা মন্দিরে শুধুমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা উচিতঃচন্দ্রবাবু নাইডু

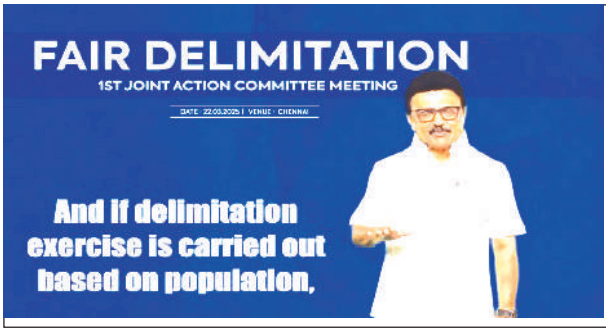
তিরুপতি, ২১ মার্চ : তিরুম্মালা মন্দিরে শুধুমাত্র হিন্দুদের নিয়োগ করা উচিত, এই মন্তব্য করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। শুক্রবার নাইডু বলেছেন, তিরুম্মালা মন্দিরে শুধুমাত্র হিন্দুদেরই নিয়োগ করা উচিত। যদি অন্য ধর্মের কেউ বর্তমানে সেখানে কাজ করেন, তাহলে তাদের অনুভূতিতে আঘাত না করেই অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হবে।তিরুম্মালার সেভেন হিলসের কাছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কে



অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, এই এলাকা সংলগ্ন মমতাজ হোটেলের জন্য আগে

অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে, সরকার এখন হোটেলটির অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত

জন্ম ন্যায়্য সীমানা নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃএম কে স্ট্যালিন



যুগান্তকারী মুহূর্ত, যেখানে তামিলনাড়ুর ৫৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তাদের মতপার্থক্য ভুলে একটি একক লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছিল - ন্যায়্য সীমানা

নির্ধারণ।স্ট্যালিন আরও বলেছেন, এই অপ্রতিরোধ্য ঐক্যমত। গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের প্রতি তামিলনাড়ুর অটল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। এই ঐতিহাসিক ঐক্যের উপর ভিত্তি

নাগপুরের হিংসায় নিরপেক্ষ তদন্ত চলছে, জানালেন পুলিশ কমিশনার

নাগপুর, ২১ মার্চ : মহারাষ্ট্রের নাগপুরে হিংসাত্মক ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত চলছে, শুক্রবার এমনটাই জানালেন নাগপুরের পুলিশ কমিশনার রবিন্দর সিংগল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে শুক্রবার পুলিশ কমিশনার বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ৯৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা

নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করছি।শু ক্রং বার জু্মার নামাজের নিরাপত্তা সম্পর্কে তি নি বলেন, যথাযথ মূল্যায়নের পর, আমরা নিরাপত্তা মোতায়েন করেছি। এদিনই নাগপুর পুলিশ শহরের মোমিনপুরা এলাকায় ফ্লাগমার্চ করে। সামগ্রিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে পুলিশ।

সংসদ চত্বরে আরজেডি-র বিক্ষোভ, ওবিসিদের জন্য ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : বিহারে ওবিসিদের ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবিতে শুক্রবার টি-শার্ট পরে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন আরজেডি সাংসদরা। মনোজ কুমার বা, মিসা ভারতী, সঞ্জয় যাদব প্রমুখ আরজেডি সাংসদরা এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিহারে ওবিসিদের জন্য ৬৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি জানান তাঁরা।আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী বলেন, আমরা যখন ক্ষমতায় আসি, তখন আমরা একটি

রেলওয়ে অধিকারিকদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন যাত্রী আহমেদাবাদ, ২১ মার্চ : গুজরাটের আহমেদাবাদ রেলওয়ে বিভাগের এক আধিকারিকের তৎপরতায় এক যাত্রীর প্রাণ রক্ষা পেল। চলন্ত ট্রেনে গটার সময় এক যাত্রী ট্রেন ও প্ল্যাট

রোমান হরফের দাবিতে ত্রিপুরায় সড়ক অবরোধ আন্দোলন



টিএসএফ এর সাধারণ সম্পাদক হামলু জমাদিয়ার।ককবরক ভাষার হরফ নিয়ে ফের বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চলতি বছরের সিবিএসই এবং ত্রিপুরা মধ্যাঞ্চল পর্ষদের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ককবরক ভাষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য রোমান হরফে প্রশ্নপত্র করার দাবিতে সিবিএসই এবং ত্রিপুরা মাধ্যমিক্ষা পর্ষদের আধিকারিকদের নিকট

স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও বিষয়টি নিয়ে দুই পর্ষদ কর্তৃপক্ষ চিন্তাভাবনা করেনি বলে অভিযোগ টিএসএফের। এর ফলে দুই বোর্ডের পরীক্ষাতেই ককবরক ভাষাভাষীর ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ বিপাকে পড়তে হয়েছে। বাংলা

হরফে প্রশ্ন হওয়ায় ইংরেজি মাধ্যমে পাঠরত বোর্ড পরীক্ষার্থীরা অনেকাই প্রশ্নপত্র পড়তে পারেনি বলে অভিযোগ। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় পাশ করতে

পারবে কিনা এই প্রশ্নটিই এখন মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।ক কবরক ভাষার ছাত্র-ছাত্রীদের অতি ভাবকরাও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত।শুক্রবার আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে রোমান হরফে ক কবরক স্ক্রিপ্ট এর দাবিতে প্রতিবাদ জানতে গিয়ে টিএসএফ এর ছাত্রনেতা সংবাদ মাধ্যমকে জানান রোমান হরফে ককবরক স্ক্রিপ্ট এর দাবি নিয়ে টিএসএফ ১৯৬৮ আন্দোলন করে আসছে। বর্তমান সরকার এই বিষয়ে উদাসীন। রাজ্য সরকার তিন চারটি ভাষা কমিশন গঠন করেছে এবং সবচেয়ে বেশি মেজুরোটি রোমান হরফে ককবরকের তরফে যাওয়ার পরও সরকার সেটিকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। অতি দ্রুত বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে রোমান হরফে ককবরক স্ক্রিপ্ট বিষয়টি উত্থাপন করার দাবি রাখা হয় টিএসএফের তরফে।

কয়লা উৎপাদনে রেকর্ড ভারতের, গর্বের মুহূর্ত বললেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ :কয়লা উৎপাদনে রেকর্ড গড়লো ভারত। শুক্রবার এম্ম হাভেলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি জানান, ঐতিহাসিক মাইলফলক! ভারত ১ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের বিরীট রেকর্ড অতিক্রম করেছে! অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ

পদ্ধতির সাহায্যে, আমরা কেবল উপাদান বৃদ্ধিই করিনি বরং সুস্থায়ী এবং দায়িত্বশীল খনির বিষয়টিও নিশ্চিত করেছি। এই প্রাপ্তি আমাদের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদাকে ধুরাধিত করবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে দুরাধিত করবে এবং প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর টুইটটি ট্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী এম্ম মাধ্যমে লেখেন, ভারতের জন্য গর্বের মুহূর্ত! ১ বিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের বিশাল মাইলফলক অতিক্রম করা একটি অসাধারণ প্রাপ্তি, যা জ্বালানি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। এই অর্জন এই সেক্টরের সাথে জড়িত সকলের নিষ্ঠা এবং চেষ্টার পরিশ্রমকেও প্রতিফলিত করে।

দেশজুড়ে উদযাপিত অরণ্য দিবস, এই বছরের থিম - বন ও খাদ্য



নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : প্রতি বছর ২১ মার্চ দিনটি আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিশ্বজুড়ে গাছপালা ও জঙ্গলের গুরুত্ব বোঝাতে, তার সৌন্দর্য তুলে ধরতে এবং তাদের রক্ষা করার অঙ্গীকার নিতে দিনটি পালিত হয়। প্রতি বছর ২১ মার্চ আন্তর্জাতিক অরণ্য দিবস দিনটি পালন করতে নতুন নতুন থিম বেছে নেওয়া হয়, এবছরের থিম - বন ও খাদ্য।অরণ্য অথবা জঙ্গল হল বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার স্তম্ভ, যা নিরন্তর আমাদের ফল, বীজ, শিকড় ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ দিয়ে চলেছে। আর এই সম্পদের ওপরই জীবন নির্বাহ করছে, বিশ্বের জনজাতি গোষ্ঠী ও গ্রামীণ মানুষদের একটা বড় অংশের।

ভারতে যক্ষ্মা রোগ দ্বিগুণেরও বেশি কমেছেঃঅনুপ্রিয়া প্যাটেল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : সুখবর শোনালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল। শুক্রবার তিনি জানিয়েছেন, ভারতে যক্ষ্মা রোগ দ্বিগুণেরও বেশি কমেছে। অনুপ্রিয়া প্যাটেল জানিয়েছেন, ভারত এই বছর যক্ষ্মাজুড় দেশ হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ ২০১৫ সালে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ২৩৭ জন থেকে ১৭.৭ শতাংশ কমে ২০২৩ সালে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ১৯৫ জনে দাঁড়িয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী হ্রাসের দ্বিগুণেরও বেশি।লোক সভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল বলেন, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে যক্ষ্মাজনিত



মৃত্যুর হারও ২১ শতাব্দেরও বেশি কমেছে। তিনি বলেন, সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে দেশে যক্ষ্মা চিকিৎসার আওতা ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সরকার ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৪৭টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জেলায় নির্খোজ যক্ষ্মা রোগী খুঁজে বের করার জন্য ১০০ দিনের যক্ষ্মা নিমূল অভিযান শুরু করেছে।

পানিহাটির নতুন পুরপ্রধান হলেন সোমনাথ দে

পানিহাটি, ২১ মার্চ : দীর্ঘ জটিলতা শেষে নতুন পুরপ্রধান পেল পানিহাটি পুরসভা। দায়িত্ব পেলেন সোমনাথ দে। শুক্রবার সকালে পানিহাটি পুরসভার সব কাউন্সিলরকে নিয়ে বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠকেই পরবর্তী পুরপ্রধানের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। বৈঠকে ছিলেন পানিহাটির ভূগমূল বিধায়ক তথা বিধানসভায় শাসকদলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ।সম্প্রতি স্থানীয় “অমরাবতী মার্চের’ বড় অংশ আবাসন প্রকল্পের জন্য বিজয় পরিকল্পনা ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয় সদ্য প্রাক্তন পুরপ্রধান মল্লির বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি জটিল দেখে হস্তক্ষেপ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। গত সোমবার বোর্ড মিটিংয়ে কাউন্সিলরদের সর্বসম্মতিক্রমে পদত্যাগ করেন মলয় রায়। নিয়ম মেনে ২১ মার্চ ফের বোর্ড অফ কাউন্সিলরের বৈঠক ডাকেন ভাইস চ্যেয়ারম্যান সুভাষ চক্রবর্তী। এদিনের বৈঠকে মলয় রায় বাবে বাকি সব কাউন্সিলরই ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধানের দায়িত্ব পেলেন সোমনাথ দে।

পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের সুফল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন দেশবাসী। পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের সুবিধা পেতে ইতিমধ্যেই সারা দেশ থেকে ৪৭.০৬ লক্ষ বাড়ি সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে আলোকিত হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য সারা দেশে ১ কোটি বাড়িতে পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া।

তত্বুক্তি দিয়েছে।বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ কর্মসূচীর অধীনে থাকা পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের ইতিমধ্যেই দেশের ১০ লক্ষ বাড়ি সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে আলোকিত হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য সারা দেশে ১ কোটি বাড়িতে পিএম সূর্য ঘর প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া।

আইপিএল ২০২৫ঃকলকাতা নাইট রাইডার্স এর ইডেন গার্ডেনে জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যান

কলকাতা, ২১ মার্চঃ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের আইপিএল ২০২৫ অভিযান শুরু করবে শনিবার ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেনে রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেন্দ্রালুরুর বিপক্ষে হোম মা্যাচ দিয়ে। এই ইডেন গার্ডেনে নাইটরা ৮৮টি ম্যাচের মধ্যে ৫২টিতে জিতেছে।এক নজরে ইডেন গার্ডেনে স্টেডিয়ামে কলকাতার পরিসংখ্যানঃখেলা ম্যাচ - ৮৮টি জিতেছে - ৫২হেরেছে - ৩৬ব্যাটিং গড় - ২৯.৪৩ব্যাটিং রান রেট - ৮.৫৮বোলিং গড় - ২৬.১৯বোলিং ইকোনমি - ৮.৩০আইপিএল ২০২৪-এ, নাইট রাইডার্স তাদের ঘরের মাঠে অসাধারণ খেলে ৭ টি খেলার মধ্যে ৬ টিতেই জিতেছিল। ঘরের মাঠে দলের সর্বোচ্চ স্কোর ছিল ৬ উইকেটে ২৬১, এই রান ত্যাা করে পঞ্জাব কিংস জিতেছিল।ইডেন গার্ডেনে - আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানঃসর্বোচ্চ দলীয় স্কোর - ২৬২২, পাঞ্জাব কিংস বনাম বেঙ্গালুরু বনাম কেকেআর (২০১৭)সর্বাধিক রান গৌতম গম্ভীর - ১৪০৭সর্বাধিক উইকেট শিকার - সুনীল নারাইন - ৭০সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর - রজত পাতিদার (আরসিবি) বনাম লখনউ সুপার জয়াঃটস (২০২২) ১১১।সেরা বোলিং পারফরেন্স - ৫১৯, সুনীল নারাইন (কেকেআর) বনাম কিংস ইন্ডেনডেন পাঞ্জাব (২০১২)ইডেন গার্ডেনে।আইপিএলো তাদা করার দলগুলোর পক্ষে ইডেন গার্ডেনেঃখেলা ম্যাচ - ৯৩টিপ্রথমে ব্যাট করা দলগুলোর জয় - ৩৮। তাদা করা দলগুলোর জয় - ৫৫টি

দুরন্ত বার্তা

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে হতাশ স্বাতী, চাইলেন সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে হতাশা ব্যক্ত করলেন রাজসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। উক্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থতা চেয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, একটি মামলার শুনানিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নাবালিকার স্তন চেপে ধরা এবং তার পায়জামার ফিতে ছিড়ে দেওয়ার কৌণ্ডভারেই ধরণ বা ধর্ষণের প্রচেষ্টা বলা যায় না। বিষয়টি আইনের চোখে ‘গুরুতর যৌন নিপীড়ন’ হিসেবেই বিবেচিত হবে।এই রায়ের প্রেক্ষিতে শুক্রবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বাতী মালিওয়াল বলেছেন, আমার মতে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। একটি অল্পবয়সী মেয়ের উপর এত বড় অন্যায় করা হয়েছে, আর এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছে, এটা ধর্ষণের চেষ্টা ছিল না। তাহলে ধর্ষণের চেষ্টা বলতে ঠিক কী বোঝায়, যদি এটাও না হয়? আমার মতে, এটা অত্যন্ত ভুল এবং খুবই দুর্ভাগ্যজনক বক্তব্য। এটি সমাজে অত্যন্ত বিপজ্জনক বার্তা পাঠায়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অবিলম্বে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলুপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৩ দিনে, দিনের তাপমাত্রা ৪-৬ ডিগ্রি পর্যন্ত কমাতে পারে দক্ষিণবঙ্গে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ৩-৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে চলবে ঝা-বৃষ্টিও। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৯ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৬ টা ৫০মিনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৮ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজীঃ২২ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ,কলিঃ২১৫২, সৌরঃ ৭ টেত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্ব, ২৫৬৮ বুধাাদাঃ, বাংলাদেশঃ৬ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিলিঃ৫ চৈত্র ১৯৪৬, তৈত্তিরে লমতা, অলমঃ৪ চৈত্র, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ ৪৬(৪)।শুদ্ধ পক্ষ
তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা)
রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫ঃ৫১৫ পর্যন্তক্ষঃভরণী কাল ঘ ৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২ঃ২৭.৫ পর্যন্ত পেরে কৃতিচাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ ৪২ঃ৫৫ দং ৩৫ঃ৫১ পর্যন্ত ছিলে কৌলবযোগঃইন্দ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৪ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৪ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ১৮ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ১৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৬ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্তকুলিকবোলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০৪ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৫২ঃ৫০ থেকে - ০৮ঃ৫৫ঃ৩০ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ৩৬ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহঃকুন্ত রাশি সকাল ০৬ঃ ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত।বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৫৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৬ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ ০৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ৩৫ঃ১৯ পর্যন্ত।তুলা রাশি রাত ১০ঃ ৪৪ঃ১৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ৪৩ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

প্রকৃতির রঙে রাঙানো সৃষ্টির উল্লাস বিদ্যানগরে বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্কন শিবির



প্রসেনজি দেবনাথ,ন, ২১ মার্চ : বসন্তের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর বিদ্যানগর গ্রাম। নিরিবিলি পরিবেশের এই ছোট গ্রামে বসন্ত উসব উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এক বিশেষ আন্তর্জাতিক আর্ট ওয়ার্কশপ, যেখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শিল্পীদের পাশাপাশি রাশিয়া, ইজরায়েল, নেপাল সহ বিভিন্ন দেশের শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেছেন। শিল্পীরা রং-তুলির সাহায্যে সাদা কাগজে ফুটিয়ে তুলছেন প্রকৃতির অপরূপ শোভা, যা প্রাণ পেয়েছে তাদের দক্ষ হাতে।শুধু রং-তুলি নয়, শিল্পীরা ব্যবহার করছেন পরিবেশবান্ধব উপকরণ-ভাঙা কাঁচ, ঝরে যাওয়া শুকনো পাতা, বাঁশের টুকরো-এসবের সমন্বয়ে তারা তৈরি করছেন অনন্য শিল্পকর্ম। প্রতিদিনই স্থানীয় বাসিন্দারা ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভিড় জমাচ্ছেন শিল্পীদের কাজ দেখতে। ছোটরা যেমন আগ্রহভরে এই শিল্পকর্ম দেখে শিখছে, তেমনি শিল্পীদের সঙ্গে ছবি তুলে নিজেদের স্মৃতির ফুলি ভরিয়ে নিচ্ছে। চারদিন ধরে চলবে এই আর্ট ওয়ার্কশপ, যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠছেন শিল্পীরা। বসন্ত উৎসবের পরপাশেই প্রতিবছর এই গ্রামে এমন শিল্প সম্মেলার আয়োজন করা হয়, যা শুধুমাত্র একটি কর্মশালা নয়, বরং সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতার এক অনন্য মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বিদ্যানগরের এই আয়োজন দেশের ও বিদেশের শিল্পীদের একত্রিত করে শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নতুনভাবে ফুটিয়ে তুলছে, যা স্থানীয় মানুষদের কাছেও এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

বাণ্ডইআটি বাজারে কালি মন্দিরে চুরির কিনারা করল পুলিশ

বাণ্ডইআটি, ১৯ মার্চ : গত মাসের শেষ সপ্তাহে বাণ্ডইআটি বাজারের কালি মন্দির থেকে ঠাকুরের গহনা চুরি যায়। সেই ঘটনার তদন্তে নামে বাণ্ডইআটি থানার পুলিশ। এরপরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করে পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে চুরি করে দুষ্কৃতি দমদম স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর লোকালে করে চম্পট দেয়। এরপরে পুলিশ তিনটে দলে ভাগ হয়ে নদীয়ার চাকনা থেকে গহনা গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। সেখান থেকে যিনি গহনা গুলি গ্রহন করে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত রাজেশ দেব(৪৬)।পাশাপাশি সেখান থেকে চোর-কে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার দুপুরে বিধাননগর পুলিশের ডিসি এয়ারপোর্ট ঐশ্বর্য সাগর সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তদন্তে তারা প্রায় ২৫০টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতি সনাক্ত করে এই ঘটনার কিনারা করে।মন্দির নগদ বাস্ত্র চুরি হয় নি। সোনা গহনা যা চুরি হয়েছে সবটাই উদ্ধার করা হয়েছে। মন্দির, পূজো এবং বাজার কমিটির কর্মকর্তাদের ডেকে দিয়ে দেবো ব্যবতীয় সোনা গহনা। তিনি আরও জানান, এই দুষ্কৃতিরা বাড়ি বাড়ি কাপড় জমা বিক্রির নামে এলাকা রেকি করেন। এই ঘটনার ক্ষেত্রে ১৫দিন ধরে তারা রেকি করেন।



শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রদীপন এর অনন্য বসন্ত সন্ধ্যা। প্রদীপনের অনন্য বসন্তে শোভাবাজার রাজবাড়িতে নাচে গান, কবিতায়, গল্প-কথা, আর জলযোগ খালিগলে বসন্তোৎসব হল এক অতি বিশেষ ব্যতিক্রমী উৎসব। একদিকে রং বেরঙের আঁবির খেলা অন্যদিকে বসন্তের নাচ গান কবিতা বিশেষভাবে সক্ষম জেলে মেয়েরা মেতে উঠল বসন্তের মিলনোৎসবে।

রাজ্যের দশ জেলায় বন ভূমির পরিমান কমেছে কেন্দ্রীয় রিপোর্টে উল্লেখ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ,২১ মার্চ : চার বছরে রাজ্যের দশ জেলায় বন ভূমির পরিমান কমেছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রকের অধীনে থাকা উত্তরাখন্ডের দেরাডুনে ভারতের বন জরিপ বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে দুই চরিশ পরগনা, দুই দিনাজপুর, দার্জিলিং, পূর্ব মেদিনীপুরের মত ১০টি জেলায় বন ভূমির পরিমান কমলেও বাকি ১৩টি জেলায় তা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে সামগ্রিক ভাবে রাজ্যে বনভূমির পরিমান কমেছে বলে জানানো হয়েছে। ২০১৯ সালে যেখানে রাজ্যে বনভূমির আয়তন ছিল ১৬ হাজার ৯০২ বর্গ কিলোমিটার ২০২৩ সালে তা কমে ১৬ হাজার ৮৩২ দশমিক ৩৩ বর্গকিলোমিটার হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুশুর বাড়িতে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু দম্পতির তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ,২১ মার্চ : শূশুর বাড়িতে গিয়ে রহস্যজনক মৃত্যু দম্পতির তদন্তে পুলিশ,সোনা লুট করার অভিযোগে দুইজনের বিরুদ্ধে গিয়ায়তে কেস চলছে।আত্মহত্যা না খুন প্রশ্ন সেখানেই। স্বামী স্ত্রী গত তিন মাস আগে গড়িয়াতে এক বুজার বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতো আশা তার বিরুদ্ধে গলায় ছুরি চালিয়ে সোনা লুট করার অভিযোগে দুটি কেস চলছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা বসিরহাট থানার ১৩, নম্বর ওয়ার্ডের সর্দার এলাকার ঘটনা। বছর ৪০, তরুণ দাস বছর ৩০,এর আশা দাস। গত তিনদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনারপুনের শশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন বেড়াতে গিয়েছিল হঠাই বাড়িতে খবর আসে বৃহস্পতিবার ভোর বেলা দুজনের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃতের পরিবারে এরমাত্রা ছেলে ছুটে যায় সোনারপুরে এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাড়ি থেকে যাওয়ার পরে কি কারনে মৃত্যু কেনই বা হঠা মৃত্যু হল এই নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। পাশাপাশি দম্পতির বিরুদ্ধে সোনায় লুট করার অভিযোগ রয়েছে গড়িয়া থানায়। মৃতের পরিবার ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে কায়াম ভেঙে পড়েছে। কিভাবে মৃত্যু হাা আত্মহত্যা না খুন তদন্ত পুলিশ প্রশাসন আমরা বুঝতে পারছি না। এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয় এর পিছনে অন্য কোন কারণ আছে কিনা তদন্ত করক পুলিশ বলে দাবি তোলা হচ্ছে ।

কাপড় বোঝাই লরির চাকা ফেটে দুর্ঘটনা নিবেদিতা সেতুতে, মৃত ৪, গুরুতর জখম ২

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ : কাপড় বোঝাই লরির চাকা ফেটে দুর্ঘটনা ঘটলো বালির নিবেদিতা সেতুতে, মৃত ৪, গুরুতর জখম ২। শুক্রবার ভোর চারটে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় ব্রিজ থেকে নিচে ছিটকে পানো লরির উপরে বসে থাকা ৬ জন কাপড় ব্যবসায়ী। ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লরির ভিতরে থাকা ড্রাইভার সহ তিনজন প্রাণে রক্ষা পান। তাঁরা সামান্যই জখম হন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাবরা থেকে অক্ষুরহাটিতে কাপড় নিয়ে যাচ্ছিল লরিটি। নিবেদিতা সেতুর টোল রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার জেরে নিবেদিতা সেতুতে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে যায় বালি থানার পুলিশ এবং বালি ট্রাক্টিক পুলিশ। পুলিশ সকলকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। চারজনের মৃত্যু হয়। লরিটিতে মোট ৯ জন ছিলেন। বাকি ৫ জনের মধ্যে ২

সেতুর লালবাড়ি আভারপাশের ডাউন র‍্যাম্পে। মৃতদের নাম মহম্মদ কবির আটা (২৫), কৈয়াম আটা(৫০), আলিল মন্ডল এবং প্রশান্ত পাল। জখম রাকেশ সাহা (২৮)কে একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং শিবম সাহা (২৫)কে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, একটি ছোট ট্রাকে করে এরা উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা থেকে অক্ষুরহাটির দিকে যাচ্ছিল।

পানীয় জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী অবস্থার সৃষ্টি রাজপুরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর ,২১ মার্চ : রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় পানীয় জল নেওয়াকে কেঃ্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিবাদের জেরে এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর মাথায় কোদাল দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,আহত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত দেবনাথ। দীর্ঘ দিন ধরেই তার সঙ্গে অভিযুক্ত রূপক ঘোষ প্যাটেলের মনোমালিন্য চলছিল। রাস্তার পাশের একটি কল থেকে জল নেওয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে ফের বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে কচসা চরমে পৌঁছায় এবং রূপক ঘোষ প্যাটেল রাগের বশে একটি কোদাল দিয়ে জয়ন্ত দেবনাথের মাথায় আঘাত করে।ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত হয়ে



আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিসাধীনা। খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার মূল

চুরি যাওয়া সোনা রুপোর অলঙ্কার উদ্ধার করল নব বারাকপুর থানার পুলিশ, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর , ২১ মার্চ : গত রবিবার রাতে নব বারাকপুর পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডের আগাপুরে এক বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনার কানের দুল, রুপোর চেন, মেয়েদের পায়ের তেপড়া, নুপুর, গহনা উদ্ধার করল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নব বারাকপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় প্রতিবেশী দের সহযোগিতায় সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত এক দুষ্কৃতী কে লেনিনগড় ই রুক থেকে গ্রেফতার করে কর্তব্যরত থানার পুলিশ। যে মহিলার দ্রৌপদী ঢালি(৫৫) করে গহনা বিক্রি করা হয়েছিল এদিন সকালে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। শুক্রবার সকালে অভিযুক্ত যুবক ও মহিলা কে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পুলিশি

হেফাজতে আবেদনে পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগেও একাধিক বার অভিযুক্ত যুবক আঁবির

মথুরাপুরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টায় গ্রেফতার প্রতিবেশী এক যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২১ মার্চ : রাজ্যে দিন দিন ক্রাইম বেড়ে চলেছে। এবার মথুরাপুরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে।গুরুতর আহত ঐ নির্যাতিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।আর এই ঘটনাকে থিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সোচার হয়েছে নির্যাতিতার পরিবার থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষজন।পুলিশ সূত্রে জানা যায়,বছর পর্যত্রিশের এক গৃহবধূ মথুরাপুর থানার পাঠুনিঘাটার বাসিন্দা। গৃহবধুর স্বামীর অভিযোগ,বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তুলে নির্যাতনের পরে মহিলাকে খুনের চেষ্টায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় সে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় গামছা পেঁচিয়ে শাসারোবের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগে তাকে কোনও মতে পালত বেঁচে থাকা নির্যাতিতা। পরে ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে ডায়মন্ডহারবার



সেতুর লালবাড়ি আভারপাশের ডাউন র‍্যাম্পে। মৃতদের নাম মহম্মদ কবির আটা (২৫), কৈয়াম আটা(৫০), আলিল মন্ডল এবং প্রশান্ত পাল। জখম রাকেশ সাহা (২৮)কে একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং শিবম সাহা (২৫)কে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, একটি ছোট ট্রাকে করে এরা উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা থেকে অক্ষুরহাটির দিকে যাচ্ছিল।

সেই গাড়িতে ৬ জন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁরা মালপত্রের উপর বসেছিলেন। ভোর ৪টে নাগাদ গাড়ির সামনের টায়ার ফেটে যায়। এই ঘটনায় গাড়িটি উল্টে যায়। গাড়িতে থাকা ব্যবসায়ীরা প্রায় ২০ ফুট নিচে ছিটকে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চারজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বাকি দুজনকে গুরুতরে জখম অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ সাহা বলেন, আমাদের ওখানকার লোকজন অক্ষুরহাটিতে হাট করতে আসেন। এরা ভোরবেলায় হাটে আসছিলেন। ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িতে মোট ৯ জন ছিলেন। গাড়ির টায়ার ফেটে ঘটে এই দুর্ঘটনা। গাড়িটি উল্টে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০ ফুট নিচে এরা ছিটকে পড়েন। ৪ জনের মৃত্যু হয়। ২ জন মারাত্মক জখম হন। যারা মারা গিয়েছেন তাঁরা পরিবারের একমাত্র রোজগারে ছিলেন।

অভিযুক্ত রূপক ঘোষ প্যাটেলকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাকে বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘ দিন ধরেই দুই পরিবারের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে বিবাদ চলছিল,যা অবশেষে এদিন ভয়াবহ রূপ নেয়। এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছায়ে পড়ে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে এলাকায় টহলদারি চালচ্ছে।এদিকে, আহত জয়ন্ত দেবনাথের পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তের কাঠের শাখির দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ও স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে পানীয় জল নিয়ে এমন সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকাবাসী রীতিমতো আতঙ্কিত।

সোনারপুরে শুরু হলো ক্রিকেট খেলার মধ্যে দিয়ে সংগীত কাপ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২১ মার্চ : ক্রিকেট খেলা খেলতে ও দেখতেই ভালো লাগে সবার।আর সেই খেলা যদি ঘরের পাশের মাঠে হয় তো আর কথা হয় না।এবার সোনারপুর হরিনাভী স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে চতুর্থাবারের জন্য শুরু হলো সংগীত কাপের।বৃহস্পতিবার রাতে এই খেলার উদ্বোধন করেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লাডলী মৈত্র।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস ও পুরসভার সি.আই.সির সদস্য নজরুল আলি মন্ডল। উদ্বোধনের দিনেই জমজমাট দুটি প্রশর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়। অংশ নেয় বারুইপুর প্রেস ক্লাব, বারুইপুর পুলিশ জেলা, রাজপুর সোনারপুর পুলিশ ও সংগীত কাপের উদ্যোক্তারা। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বারুইপুর প্রেস ক্লাব বনাম বারুইপুর পুলিশজেলা এবং দ্বিতীয় খেলায় লড়াই হয় রাজপুর সোনারপুর পুরসভা বনাম সংগীত কাপের উদ্যোক্তাদের মধ্যে। ২০২২ সালে হরিনাভী স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে প্রথম বারের মতো শুরু হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। প্রথম বছরেই স্থানীয়দের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে দেয় এই টুর্নামেন্টটি। প্রতি বছরই সংগীত জগতের কিংবদন্তি শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজন করা হয় এই ক্রিকেট

প্রতিযোগিতা।এবার চতুর্থ বর্ষে পা দিল সংগীত কাপ। প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা ওম গণেশায় নমঃ এন্টারপ্রাইজ।সংস্থার কর্ণধার অরিন্দম দে বলেন,এবছর মোট ১৬



টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য থাকছে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার, আর রানার্স দল পাবে ৩ লক্ষ টাকা।এছাড়াও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে থাকছে একাধিক পুরস্কার।এই টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের ম্যাচগুলি হবে ৮ ওভারের এবং সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল হবে ১০ ওভারের। মূলত টি-১০ ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতার নকআউট পর্ব। উদ্যোক্তাদের অন্যতম দীপা ভৌমিক ধর বলেন প্রতিযোগিতার আয়োজন থেকে শুরু করে পরিচালনা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের উৎসাহ ও

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই অঞ্চলের ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ, যেখানে স্থানীয় ও জেলার সেরা প্রতিভারা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান। সংগীত কাপ শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নয়, এটি সংগীত ও খেলাধুলার সম্মিশ্রণে এক অনন্য উদ্যোগ। প্রতিবছর ও সংগীত জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজিত হয় এই আসর। তাই এটি শুধুমাত্র একটি টুর্নামেন্ট নয়, বরং একটি আবেগ উদ্বারনা। বহু দূর দূরান্ত থেকে খেলা প্রেমী মানুষ হাজির হয়েছে এই মাঠে খেলা দেখতে।

নোয়াপাড়া বিধানসভার ভোটার তালিকায় ‘ভূত’ ধরতে নেমে কমিশনকে তোপ বিজেপির!

দুরন্ত বার্তা, বারাসাত ,২১ মার্চ : তৃণমূলের পথ অনুসরণ করছে বিজেপি। ভূতুড়ে ভোটার ধরতে পেখে নেমেছে গেরুয়া শিবিরও। নোয়াপাড়া বিধানসভার গারুলিয়ায় এবার শাসক দলের পাশাপাশি ভোটার লিস্টে ভূত থাকার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হল গেরুয়া শিবির। যা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূল নেত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো গোটি রাজাজুড়ে ভোটার লিস্ট খতিয়ে দেখে ভূত বাহাইয়ের কাজ শুরু করেছে শাসক দল। ফ্লুটিনিতে একাধিক এলাকায় ভূতুড়ে ভোটার থাকার অভিযোগও তুলেছে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। এবার নোয়াপাড়া বিধানসভার গারুলিয়ায় শাসক দলের পাশাপাশি ভোটার



হয়েছে গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার এনিমে বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কুন্দন সিং অভিযোগে তুলে বলেন, জানুয়ারি মাসে

প্রকাশিত ভোটার তালিকায় আমরা দেখছি চার-পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছে এমন লোকের নাম রয়েছে। প্রতিটি বুথে কমপক্ষে ৫০ জন করে মৃতের নাম পাওয়া গিয়েছে। এদের নাম বাদ দেওয়া নির্বাচন কমিশনের কাজ। কিন্তু দেয়নি। এই ভোটারদের নামে তৃণমূল ছাপা দেব, বলেও অভিযোগ তাঁর। নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করাকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক দল। দলীয় স্তরে তিনবার ভোটার লিস্টের ফ্লুটিনি হয়েছে জানিয়ে, গারুলিয়া টাউন তৃণমূল সভাপতি সৌমেন দত্ত বলেন, ভুয়ো ভোটার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বপ্রথম সরব হন। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনও এই অভিযোগে মেনে নিয়েছে। এখন বিজেপিও সেকথা বলতে শুরু করেছে।

বিজয়গড়ের ফ্ল্যাটে তরুণীর রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ,২১ মার্চ : বিজয়গড়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে তরুণীর রহস্যমৃত্যু। দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। কোন কারণে, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা এখনও অজানা। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে বাড়িতে একাই থাকতেন ওই তরুণী। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এসইউডি লাইফের ক্রমাগত উন্নতির যাত্রা

২১ মার্চ : ১২০০৯ সাল থেকে ভারতীয় জীবনবীমা খাতে একটি বিশিষ্ট নাম, স্টার ইউনিয়নদাই-ইচিলাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (এসইউডিলাইফ) এটি উদ্ভাবন, দক্ষতা এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক তার উপর গুরুত্ব দিয়ে তার দাবি নিশ্চপ্তি অভিজ্ঞতায় বিশ্ব ঘটাচ্ছে। ইউডিলাইফ একটি নির্ভরযোগ্য অর্থদার হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে, যারা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গুলিতে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করছে। এসইউডি লাইফের দাবি নিশ্চপ্তির কার্যকারিতা তার পলিসিপ্রাকবদের প্রতি তার নিষ্ঠার প্রতিকলন ঘটায়

গঙ্গা দূষন নিয়ে সচেতনতা অনুষ্ঠান

মত্তিরার রহমান, উলুবেড়িয়া,২১ মার্চ : শুক্রবার গঙ্গা দূষন নিয়ে এক সচেতনতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে। কালীগঞ্জে ডাগরীখা নদীর তীরে পদযাত্রা ,বৃক্ষ রোপন সহ একাধিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো । এবারের স্লোগান গঙ্গা পরিস্কার আমাদের অঙ্গীকার। পশ্চিমবঙ্গ এন জি আর বি এ প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট প্রণের গঙ্গা স্বচ্ছতা পথদা ২০২৫ পালিত হুয়া পদযাত্রা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের বিডিও এচই এম রিয়াজুল হক,যুগ্ম বিডিও লিপিকা রায়,কালীনগর পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম মহিতি ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১০ সংখ্যা, শনিবার ৮ চৈত্র ১৪৩১

কথা সাহিত্যিক বিমল মিত্র

নিজের জীবন দিয়ে যিনি তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন, তিনি হলেন বাংলা ও হিন্দি সাহিত্যের এক অনিকেত প্রতিষ্ঠান, লেখক বিমল মিত্র। ১৮ মার্চ ১৯১১ য়াঁর জন্ম। ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ উপন্যাসে দীপঙ্কর সেন পেশাগত যথেষ্ট যোগ্যতা থাকার সত্ত্বেও ত্রিশ টাকার ঘূসের চাকরি ভুলতে পারেননি। গভীর অন্তর্দহনে ছেড়ে দিয়েছিলেন লোভনীয় চাকরিটি। এটা কি লেখকের আত্মদর্শন নয়? না, চোরাপথে কড়ি দিয়ে লেখক কিছু কেনেন নি। সারাজীবন ছুটেছেন কিছু উত্তরের ঠিকানায়। ঘটনাক্রমে জীবনের কিছুটা পথ এসে যে উত্তরের জন্য জিজ্ঞাসাবলো আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মনে একদিন দানা বাঁধে। কিন্তু অভ্যাস আর কালার্জিত পথের বাইরে যেতে আমরা অনেকই পারি না। তাই ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেললেও প্রশ্নগুলো প্রশ্ন হয়েই থেকে যায়। যিনি সেই উত্তরের অপেক্ষায় থেকে সব চেনা পথ হারিয়ে ফেলেন, তিনিই সেই সত্যের দাবিদার। প্রকৃত সাধক। রেলের উচ্চপদের চাকরি ছেড়ে যিনি সেই সত্য অনুসন্ধান করেছেন আর তাঁর অগাধ অভিজ্ঞতা ও অনুভবের উপসংহার রেখে গেছেন কালজয়ী সাহিত্যে সৃষ্টির মোহনায়। ঠিক বেনে কাবারসিক বিনয় মজুমদার, যিনি বিম্পিতাকে খুঁজে পান প্রকৃতির প্রতিটি শরীরে। প্রকৃতির সহজ একমাত্রিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেমন কবি বিনয় মজুমদার লিখে চালেন একের পর এক সব অমোঘ কবিতা, কথার যাদুকর বিমল মিত্র জীবনের অলি গলি ঘুরে লিখে চালেন একে একে ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’, ‘একক দশক শতক’, ‘সাহেব বিবি গোলাম’, ‘বেগম মেরী বিশ্বাস’, ‘চলো কলকাতা’, ‘পতি পরম গুরু’, ‘এই নরদেহ’, ‘এরই নাম সংসার’, ‘মালা দেওয়া নেওয়া’, ‘তোমারা দুজনে মিলে’, ‘গুলমোহর’, ‘আসামী হাজির’-সহ একশোরও বেশি কালজয়ী উপন্যাস ও পাঁচচশোরও বেশি ছোটগল্প। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর রচনা। এত সহজ করে আর কারও কলমে ইতিহাসকে কথা বলতে দেখা যায় নি। তাঁর গল্পে যেমন ধার পড়ে সাধারণ মানুষের কষ্ট, তেমনি ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ। আদিবাসী জীবন নিয়ে লেখা তাঁর ‘সরস্বতীয়া’ একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এত সহজ ভাবে সামন্তবাদের অবক্ষয়ের কাহিনি কে আর লিখবেন? কে-ই বা খসে পড়া পল্লান্তরার মধ্যে খুঁজে পাবেন সাহেব, বিবি, গোলামের স্বেতহার? ১৭৫৭ থেকে ১৯৬২ সালের সময়কাল নিয়ে লেখা তার প্রখ্যাত পাঁচটি ভিন্ন কাহিনির উপন্যাস গল্পের দলকে বলে ফেলা অবশ্যপাঠ্য কলকাতার ইতিহাস। তাঁর লেখায় হিট হয়েছে বঙ্গ অফিস। ধনী হয়েছেন প্রকাশক। কিন্তু কী জুটেছে তাঁর কলমে? শুধুই কি সম্মান? শুধুই কি রবীন্দ্র পুরস্কার? অসম্মান, প্রবঞ্চনা, খ্যাতিতে বিভ্রম্ণনা ও আর্থিক ক্ষতির আঘাতে ভরে গেছে তাঁর প্রাপ্তির বুলি। বিখ্যাত বিমল মিত্রের ব্র্যান্ড নেম বিকিয়ে যায় কিছু অসাধু লেখক ও প্রকাশকের হাতে। তাঁর নামেই জাল বই লিখে অণ্ডুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যান কত সাধারণ লেখক ও প্রকাশক। পাইরেটেড এপ্রিন্টনে ভরে যায় বাজার। যুগ বদলেছে। সময় বদলেছে। রঙিন হয়েছেন জীবন। মানুষ কি বদলেছে? অসাধু প্রকাশকের হাতে মার খাচ্ছেন লেখক লেখিকা আজও ?

কমিক অভিনেতা চিন্ময় রায়

সেই ‘চারমূর্তি’ ছবিতে হাঁড়ি আঁকড়ে বসে তাঁর রসগোল্লা খাওয়ার দৃশ্যটা আজও আইকনিক! ব্যক্তিজীবনেও চিন্ময় রায় খাদ্যরসিক ছিলেন। এক বার সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছেন চিন্ময়। উদ্যোক্তারা অতিথিদের মিষ্টি খাওয়ানোর পরে রন্ধ্যা রায়ের জন্য আলাদা করে এক হাঁড়ি মিষ্টি গাড়িতে তুলে দেন। সন্ধ্যা বাউ কিরে দেখলেন, হাঁড়ি উধাও! ঘটনার দিন চারেক পরে অভিনেত্রীর বাড়িতে ফোন আসে। “মিষ্টি খেলাম অনেক। ছানার জিলপি... আরও কত কী। হাড়িতে অবশ্য নাম লেখা ছিল ‘সন্ধ্যা রায়’। কিন্তু আমি খেয়ে নিলাম। ভাবলাম সন্ধ্যা তো খায় না। আমি ভালবাসি, আমিই খাই। খেয়ে নিয়ে ফোন করব।” বস্তা চিন্ময় রায়। অভিনেতার স্মৃতিচারণায় কথাগুলো বলছিলেন সন্ধ্যা। হাঁড়িটি আসলে ভুল করে চিন্ময়ের গাড়িতে রাখা হয়েছিল। চিন্ময় রায় রেখে গিয়েছেন তাঁকে নিয়ে অনেক গল্পকথা আর কিছু ভাল ছবি। ‘বসন্ত বিলাপ’, ‘চারমূর্তি’, ‘নন্দীগোপালের বিরে’। বরানগরে ছোটবেলা থেকেই ছিল তাঁর। আদতে অবশ্য তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষ। হইচই করে আড্ডা দিতে ভালবাসতেন। যে কারণে শুটিংয়ের কলটাইমের আগেই হাজির হয়ে যেতেন সেটে। “চিন্ময় ভীষণ চিটমচিটম ছিলেন। দশটায় কলটাইম হলে চলে আসতেন নটার সময়। মোকআপ রুমে ফেরান সঙ্গে বসে আড্ডা দেবেন বলে। এই কালচার আর আছে কি না আমার জন্য নেই,” বলছিলেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। যাঁর ‘শ্রীমান পৃথ্বীরাত্র’, ‘ঠগিনী’, ‘ফুলেশ্বরী’তে অভিনয় করেন চিন্ময়। জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষের পরে কৌতুক চরিত্রে দক্ষ অভিনেতা হিসেবে চিন্ময়ের নাম উচ্চারিত হতো। কমিক চরিত্রে বেশি অভিনয় করলেও সব ধরনের কাজেই সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। গ্রুপ থিয়েটারও করতেন নিয়মিত। তবে আক্ষেপ ছিল, সিনেমার ক্ষেত্রে শুধু কমিক চরিত্রেই তাঁকে ভাবা হতো বলে। “অন্য ধরনের তেমন কোনও চরিত্র না পাওয়ার দৃশ্ ছিল ওঁর,” বলছিলেন সন্ধ্যা। চিন্ময় বিয়ে করেছিলেন জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ‘বালিকা বধূ’তে প্রথম দেখেছিলেন তাঁকে। সরাসরি গিয়ে যিনিদের প্রস্তাব দেন। এক সাফল্যকারে বলেছিলেন, “ প্রেমে পড়লে বেশি দিন ফেলে রাখতে নেই। লজ্জা না করে প্রোপোজ করতে হয়।” ব্যক্তিজীবনেও মানুষটা এতটাই আমুদে ছিলেন। খাদ্যরসিক মানুষটি নিজে রাঁধতও ভালবাসতেন। ছুটির দিন মানেই খাওয়াদাওয়া আর আড্ডা। ইন্ডাস্ট্রি চিন্ময় রায় কিন্তু বাড়িতে একেবারে বাবারা যেমন হন, ঠিক তেমন ছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জাগরিত হবে দেব্য মহাশক্তির। সেই দেব্য শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে

সাধক রামপ্রসাদ



ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। শ্যামা মা হচ্ছেন চক্ষু দানকারিণী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী ও বলবান হয়ে হয়। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্তিশালী। শ্যামা মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিণী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলোফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হলেন ভারত এত শক্তিশালী। তিনি সব কিছু সহ্য করতে পারেন।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামীদের চিন্তার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির দর্শনের যে মানসিক বিভেদ দৈরি হয়েছিল তার প্রভাব পড়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে

রবীন্দ্রকুমার শীল দেশের শক্তিশালী বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। গান্ধির নেতৃত্বে তখন কংগ্রেস অহিংসা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আন্দোলনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সমানের সারিতে এগিয়ে ছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। অন্য দিকে বিপ্লবীদের



স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় গোপনে। তার ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যেত। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতো। কংগ্রেস এবং বিপ্লবীদের দুই পথ ভিন্ন হলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই ধারা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতে জন জাগরণে এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গান্ধি -নেহরু এবং ভারতের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে থাকে তাহলে লালা হর দয়ালের গদর পার্টি এবং পরে ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি সহ আরও অগণিত সাহসী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগও একই রকম ভূমিকা পালন করেছিল। সবার লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব আগে বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল গ্রয়ী শক্তির কাজ থেকে। ইনারা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। আবার সেই সময়ে অনেক বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মধ্যে সক্রিয় ছিল। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে গান্ধি এবং

বেনারস বলতে শানাই বাদক বিসমিল্লা খান, সেতার শিল্পী রবি শঙ্কর ও আলি আকবর খান

বিশেষ প্রতিবেদক

হিন্দুকন্যাকে দত্তক নিয়েছিলেন বিসমিল্লাহ খান, গোটা ভারত বর্ষকেই যেন ধারণ করেছিলেন সুরে সুরে। সানাই এমন এক বাদ্যযন্ত্র, যার সুর বাজলেই আনন্দ ও বিষাদ মিলিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় নিমেষে। আর এই সানাই বলতেই



বিসমিল্লাহ খানের নামটি ভেসে আসে সবার আগে। আগেকার দিনে সব যৌথ পরিবারে পুজো-পার্বন, বিরে, অন্নপ্রাশন এসব নানা শুভ অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। আর সবার বাড়িতেই থাকত বিসমিল্লাহ খানের একটি সানাইয়ের ক্যাসেট। সেটাই চালানো হত সব শুভ অনুষ্ঠানে। যেন সব শুভ কাজের বার্তা বয়ে আনত বিসমিল্লাহর সানাই। প্রতিটি হিন্দু অনুষ্ঠানে অপরিহার্য এই মানুষটির সানাইয়ের মূর্ত্তনা। কবি কুন্তল মুখোপাধ্যায় তাই তো সেই কবি লিখেছিলেন নহবত, তবিয়েবাড়িতে একলা হওয়াই আমার স্বভাব, তবু সব বাড়িতেই একটি দৃশ্যে থমকে যাচ্ছে প্রাণ, দেখেছি হিন্দু ললনাদের প্রতিরাগ্রে

করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনায়ক ছিলেন। ফলে তার মতামত বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তবে কংগ্রেসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন যাঁদের কাছে যুব সমাজ গুরুত্ব পেত। তারা জানতো যে কংগ্রেসের দলের মধ্যে যুব শক্তি বৃদ্ধি না হলে কংগ্রেসের আন্দোলন একেবারে ভেঙে পড়বে। দেশের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা রাখে যুব সম্প্রদায়। এদেরকে বাদ দিয়ে কোনও আন্দোলন সাফল্য লাভ হতে পারে না। এদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। কংগ্রেস মধ্যে বিপ্লবীদের কাজকর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা হলেও দেখতে পাওয়া যেত বিভাজন রেখা এবং তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কথা বাদ দিলে কংগ্রেস কর্মীরা বিপ্লবীদের কাজকর্মের ও পরে সহানুভূতিশীল ছিল। গান্ধিজি এবং বিপ্লবীরা উভয় পক্ষই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। গান্ধির সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল অহিংস এবং সত্যগ্রহ। অন্য দিকে বিপ্লবীদের মতে ‘অহিংসা-দর্শন হতাশা প্রসূত’। ১৯২০-২১ সালে গান্ধিজি তাঁর গণ আন্দোলন শুরু করার সময়ে তিনি বিপ্লবীদের কাছে এক বছরের জন্য তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার করার ব্যাপারে আবেদন করতে থাকেন। বিপ্লবীরা তখন পুরো দমে প্রস্তুতি চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাকে প্রাণ্য সুযোগ দিতে বিপ্লবীরা তাদের লড়াই বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের লজ্জাজনক সমাপ্তি দেখে বিপ্লবীরা বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। শতীন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধিজিকে জানান, “এখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই বিপ্লবীরা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। বস্তুত তারা এক বছরের জন্য নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বেশি নয়।” বিপ্লবীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধি তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে বিরূপ থেকে যান। তিনি একথাও বলেছিলেন যে “বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, মনস্ত্ব ও ভালোবাসা শুধু উদ্যোগের অপরিণতি নয়, অজ্ঞতা এবং বিপথে চালিত হওয়ার ফলে অন্য যেকোনও কার্যকলাপের তুলনায় এগুলি দেশের অনেক বেশি ক্ষতি করছে। সি. আর. দাশ গোপনাথ সাহির রাহস এবং আত্মত্যাগে তিনি রুপ্ত হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে জুন মাসে গান্ধিজির ইচ্ছায় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি

পাঠকদের কাছ থেকে লেখার প্রকাশ

শঙ্করলাল কর্মকার

জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি। শিশু সাহিত্যিক ও মণিমেলার প্রতিষ্ঠাতা বিমল ঘোষ(মৌমাছি)। বিমল ঘোষ একজন খ্যাতনামা বাঙালি শিশুসাহিত্যিক। বিমল ঘোষের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ে। পিতা ছিলেন জাতীয়তাবাদী কেমিস্ট আনন্দিবসন্ম ঘোষ। মাতার নাম রজবাল্লা দেবী। কলকাতার নারকেলডাঙা জর্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে (বর্তমানের গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট) ভর্তি হন মুদ্রণ ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের জন্য। বিমল ঘোষ ছাত্রাবস্থাতেই লেখালেখি করতেন। এ সময়েই ছোটদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে। আর্ট কলেজে শিক্ষালাভের পর কর্মজীবন শুরু করেন ‘অ্যাডভান্স’ পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগে। পরে যোগ দেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। তাঁর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার ছোটদের আসর ‘আনন্দমেলা’ প্রতিষ্ঠা হয় ও প্রসার ঘটে। এই সময় তিনি ‘মৌমাছি’ ছদ্মনামে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর ছদ্মনাম আর আনন্দবাজার পত্রিকায় ছোটদের পাঠা ‘আনন্দমেলা’ সম্পর্কে কোন এক সাহিত্যসভায় বলেছেন -.....আকুল আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। আমিই ‘মৌমাছি’ ছদ্মনাম নিয়ে ‘আনন্দমেলা’-র পরিচালনা করি। আসল নাম জানাতে চাই না। দু’-চারটি কথা বলে আঙুড় ফিরে যাব। আমি মৌমাছি, আমার কাজই হল দেশের বিভিন্ন পুণ্যোদ্দ্যান থেকে মধ সংগ্রহ করে মৌচাক অর্থাৎ

গোটা জাতির মর্যাদা রক্ষা করেছেন। তিনি একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তাঁর কাজের কথা মানুষ ভুলে গেছে, প্রতীকটি থেকে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যে পাঞ্জাবের প্রত্যেক শহর ও গ্রামে এবং কিছু মারায় হলেও, বাকি উত্তর ভারতেও তার নাম ধ্বনিত হতে শুরু করেছে। তাঁর সম্পর্কে অসংখ্য গান রচিত হয়েছে এবং মানুষটি যে ধরনের জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তা ‘বিশ্বায়কর’। সভাস্ত হত্যার কিছুদিনের মধ্যেই জওহরলাল নেহরু নওজোয়ান ভারত সবার কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন য় ভারবর্ষের বহু মানুষ তাঁদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং তাদের নিজেরো সাধ্যমতো সাহায্য করতে প্রস্তুত। এক সময় এই সভা জাতীয় ভারত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এর পরবর্তী কর্মসূচি ছিল ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে আইনসভায় বোমা বিক্ষোভ যা ব্রিটিশ সরকারের ভিত নড়ে উঠেছিল।

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বিপ্লবীরা। যদিও সেই সব পদক্ষেপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ সরকারকে ভাবতে হয়েছিল যে ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে গেলে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের একেবারে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন বিপ্লবীরা অবশিষ্ট। তাঁর পথ ধরেই পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সিদ্ধান্তের কাত উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ট হত্যা অভিযান। এটা বড় রকমের সংগ্রাম হিসেবে অভিযান। সমগ্র ব্রিটিশ সরকারের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর আসতে হবে বিপ্লবী বাঘা যতীনের বালেশ্বর সংগ্রামের ঘটনায়। বালেশ্বরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সংগ্রামে বাঙ্গাল বিপ্লবীদের সাহস জুগিয়ে ছিল। এপ পরে আসতে হয় চট্টগ্রাম মস্তাদার লুণ্ঠনের ঘটনায়। সেখানে আগুনের সূঁচ সেনে যেভাবে বোমা বাহিনী নির্মাণ করে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছিল তা কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহস দিতে থাকে। তারপরে রয়েছে ভগৎ সিংয়ের আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ। এটা শেষ না হতেই আবার শুরু হল লড়াইরইন্তের স্পেশাল ফোর্স উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা যা গান্ধিজির মনকে গভীরভাবে আকত করেছিল।



হাওড়া জেলা কিষান কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে জেলা কিষান কংগ্রেসের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত শেখ জাহিদুল ইসলামের স্মরণে আমতা বিধানসভার খালনা মোড়ে দেয়া ও ইফতার মজলিস এর আয়োজন করা হয়। ইফতার মজলিস এ উপস্থিত ছিলেন, আমতা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কিষান কংগ্রেসের সভাপতি তপন দাস, দুই এ,আই,সি,সি সদস্য তপন আগ ওয়াল, রণজিত মুখার্জী, জেলা কিষান কংগ্রেসের সভাপতি শেখ সফিকুল আলম, কংগ্রেস নেতা আলম দেওয়ান সহ বিপ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য এদিন জেলা কিষান কংগ্রেসের একটি পাটি অফিস উদ্বোধন করা হয়। ছবিঃ নিজশা

খড়গপুরে মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে দিলীপ ঘোষ

দূরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ২১ মার্চ : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে রাস্তার উদ্বোধন করতে গিয়ে মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে মেজাজ হারালেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মেজাজ হারিয়ে ফেলেন দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার দুপুরের ঘটনা। খড়গপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে তুমুল উত্তেজনা। ওই মহিলার অভিযোগে, তাকে ‘ বাবা তুলে’ কটাক্ষ করেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ। প্রতিবাদে গাড়ির সামনে বসে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলা। চরম বিক্ষোভের পরেও অবশ্য নিজের বক্তব্যে অবশ্য অনড় দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে খড়গপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা উদ্বোধন করতে যান দিলীপ ঘোষ। এক মহিলা প্রশ্ন করেন, হঠাৎ করে আপনি কেন রাস্তা উদ্বোধন করতে এসেছেন? অন্য সময় তো দেখা যায় না। ওই প্রশ্ন মেজাজ হারিয়ে পালটা দিলীপ ঘোষ বলেন, টাকা দিয়েছি। কারও বাপের টাকা নয়। এই মন্তব্যে বিরক্ত হন মহিলা। তিনি প্রশ্ন করেন, আপনি বাপ তুলে কেন কথা বলছেন? প্রাক্তন সাংসদের জের গলায় বলেন, চোদ্দপুরুষ তুলবা। মহিলা বলেন, কেন, কে অধিকার দিয়েছে? দিলীপ বলেন, বেশি ন্যাকামি করছে। টাকা দিয়েছি। ভিখারি পাটি নই। মহিলার দাবি, দিলীপ ঘোষ তার গলা টিপে দেওয়ার হুমিয়ারিও দেন। এরপর মহিলারা দিলীপ ঘোষের গাড়ির সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি টাকা দিয়েছি। আমি উদ্বোধন করবা। কাউন্সিলর কেন আসেননি? এতদিন কেন রাস্তা স্থানি? সে প্রশ্ন করার হিম্মত নৌ। এরা হচ্ছে সুবিধাতোগী। ৫০০ টাকা নিচ্ছে আর যেউ যেউ করছে। আরও সুর চাউয়ে বিজেপি সাংসদের মন্তব্যের হুক্মার, দিলীপ ঘোষ বাপ তুলেই বলবে। যারা যেউ যেউ করবে তাদের বাপ তুলেই বলবে। হিম্মত হয় কীভাবে? ৫০০ টাকার চাকররা কিছু করতে দেয় না আর যেউ যেউ করে। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে জোরে চাপানউতারা। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদের মন্তব্যের পরেই বনদপ্তর ও থানার শাসক শিবির। বিক্ষোভরত মহিলাদের আরও দাবি, কীভাবে একজন এত বড় মাপের নেতা এইভাবে বলতে পারেন, ‘গলা টিপে দেব’। ঘটনায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

গোঘাটে গাছ কাটার অভিযোগ নিয়ে এবার তৃণমূলের অন্দরেই মতানৈক্য

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ মার্চ : অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা গাছ কাটার পক্ষে সাফাই দিলেও এই ইস্যুতে তৃণমূলের অন্দরেই অবশ্য ভিন্ন সুর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তৃণমূলের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্যও গাছ কাটার বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে মুখ ধুলেছেন। হুগলির গোঘাটে গাছ কাটার অভিযোগ নিয়ে এ বার তৃণমূলের অন্দরেই মতানৈক্য তৈরি হলো। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে গোঘাট পশ্চিমপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা রুইদাস এবং তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ফরিদ খানের। গত বুধবার বিধানসভায় এই নিয়ে সরব হন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশুনাথ কারক। তাতে অসন্তুষ্টে পড়েছে শাসক দল। গত বুধবার বিধানসভায় গোঘাটের বিধায়ক বিশুনাথ কারক অভিযোগ করেন, গোঘাটের পশ্চিমপাড়ায় দেদার বৃক্ষনিধন চলছে। তৃণমূল নেতারা টেন্ডার দিয়ে গাছ কাটাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, গাছ কাটার বিনিময়ে ক’টা নতুন গাছ লাগানো হয়েছে, তার হিসাব কি দিতে পারবে বনদপ্তর? আরামবাগের বন দপ্তরের আধিকারিক আশরাফুল ইসলাম অবশ্য জানিয়েছেন, পঞ্চায়েতের রেজোলিউশনে দেখেই বনদপ্তর ও থানার গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে। যদিও এই যুক্তি মানতে নারাজ তৃণমূলের অনেক পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ফরিদ খান প্রভাব খাটিয়ে তার পছন্দের লোককে টেন্ডার ছাড়াই তিনটি জায়গায় গাছ কাটার বরাত দিয়েছেন। গাছ কেটে ট্রাক বোঝাই করে সেগুলো বাইরে পাচার করা হচ্ছে। তাতে মদত দিচ্ছেন অঞ্চল প্রধান। গাছগুলোর যে মূল্য টিক করা হয়েছে তা নিয়েও দ্বিধত রয়েছে অনেকের। অঞ্চল প্রধান জানিয়েছেন, মোট ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার গাছ বিক্রি হয়েছে। যদিও তিনি থেকে চার গুণ বেশি দামে গাছগুলো বিক্রি করা যেত বলে তাঁরা মনে করছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল নেতা সফিকউল্লা খান বলেন, লোককে বরাত পাইয়ে দিতে প্রধান আমায়েরা লোককে এক নেতার মদতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন। আমরা দাবি করছি, আবার টেন্ডার ডাকা হোক। দলের কেউ অন্যা্য করে বেড়াবেন, তার দায় আমরা মেনে নেব না। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। স্থানীয় বাসিন্দা শুব্রানি মল্লিক বলেন, ‘এই ঘটনার বিচার চাই। যে গাছগুলোর মূল্য হবে পারাত ১৫-২০ লক্ষ টাকা, সেটা বিক্রি হচ্ছে মাত্র সাড়ে ৪ লক্ষ টাকায়। কেন বিরোধীরা বলবে না? তৃণমূলের সদস্যরাও এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।’ বিশুনাথ কারক বলেন, ‘ কাটা নিয়ে আমি বিধানসভায় প্রতিবাদ জানিয়েছি। এখানে এ সবই আর তার ভাগ যায় উপরে। কে-ই বা এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে? সবাই সন্মান।’ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা রুইদাস বলেন, ‘অনুমতি নিয়েই এই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। যারা বলছেন কোগণে টেন্ডার করা হয়েছে, তাঁরা ভুল বলছেন। আমাদের কাছে সমস্ত কাগজ পত্র আছে। এর জন্য রেজোলিউশন করা হয়েছে। তার পরেও ওনারা কী ভাবে এসব কথা বলছেন?’ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারাদিধি এলাকাতেও গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে তৃণমূলেরই অন্দরে ব্যাপক ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়। ফের একই অভিযোগ ওঠায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সাঁকরাইলের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বিধ্বংসী আগুন

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ : হাওড়ার সাঁকরাইলের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বিধ্বংসী আগুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে পলি পার্কে প্রাস্টিক প্যাকেজিং কারখানায় ওই আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় চেয়ে যায় গোট। এলাকা। আতঙ্কে সকলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। এদিন বিকেল নাগাদ সাঁকরাইলের পলি পার্ক এলাকায় ওই প্রাস্টিকের কারখানায় আগুন লাগে। একে একে ঘটনাস্থলে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন আসে। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগতে পারে। আগুন নেভানোর কাজে স্থানীয়রাও হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় প্রশাসনকে। ঘটনাস্থলে সাঁকরাইল থানার পুলিশ ও দমকলের আধিকারিকা আসেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

পঞ্চায়েত প্রধানের তৎপরতায় লোকাল ট্রেনের এক টিকিট পরীক্ষকের দুর্নীতি ফাঁস

দূরন্ত বার্তা, বহড়ু, ২১ মার্চ : বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের তৎপরতায় লোকাল ট্রেনের এক টিকিট পরীক্ষকের দুর্নীতি ফাঁস। জানা যায়, বুধবার সকালে বালিগঞ্জ থেকে বজবজ ট্রেনে ওঠেন বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর। নুঙ্গি স্টেশন থেকে বজবজ স্টেশনে ঢোকার মুখে ট্রেনের কামরায় টিকিট পরীক্ষার কাজ করছিল বেশ কয়েকজন টিকিট পরীক্ষক। তাদের মধ্যে কমলেশ গায়োন নামে এক টিকিট পরীক্ষক টিকিট বিহীন এক যাত্রীর কাছ থেকে ফাইন বাদদ ৫২০ টাকা নিলেও রশিদে তাকে কার্বনের ওপর ৫২০ টাকা লেখেন কিন্তু নিজের কাউন্টার কপিতে ৫২০ না লিখে ১০০ টাকা লেখেন। আর

সরকারি টাকা এভাবে আত্মসাৎ করার এই অপকর্ম ধরে ফেলেন ওই কামরায় থাকা যাত্রী বহড়ুর পঞ্চায়েত প্রধান। এরাপের সে ও অন্যান্য যাত্রীরা এক হয়ে ঐ টিকিট পরীক্ষক কে ধরে ফেলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় তর্কাতর্কি হলে ও তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন না। অবশেষে তাঁরা ঐ টিকিট পরীক্ষকের নামে বজবজ স্টেশনেনে আরা পি এফের অফিসে অভিযোগ দায়ের করেন। এ ব্যাপারে শুক্রবার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর বলেন, গরীরা মানুষদের বিনা টিকিটে চেকিং করে সরকারি নিধারিত ফাইন নিলেও সরকারি কোষাগারে তা জমা করছে কম টাকা দেখিয়ে। এইভাবে সরকারের সাথে জগননের সাথে নেইমানি করছে ঐ টিকিট পরীক্ষক। তাই তাঁর নামে অভিযোগ দায়ের করছি। আমি চাইতো রেল দফতর উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক এই ঘটনার। আর এই সব টিকিট পরীক্ষক থেকে সচেতন হোক সাধারণ মানুষ এটিই চাইবে।

১০০ রাউন্ড গুলি ও পাইপ গানসহ দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২১ মার্চ : নাদনঘাট থানার পুলিশের বড় সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্বস্থলীর শশুর্ট পোপার মিলের কাছ থেকে শুক্রবার ১০০ রাউন্ড গুলি এবং একটি পাইপ গান সমেত দুজনকে গ্রেফতার করলো নাদনঘাট থানার পুলিশ। পুলিশের এই অভিযানে অপরূহ দমন কার্যক্রমে বড় সাফল্য এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন শুক্রবার এক প্রেস মিট করে সুবাদাধার্যমের সামনে মিট করে সুবাদাধার্যমের সামনে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন বর্ধমান গ্রামীণের অতিরঞ্জন পুলিশ সুপার (অ্যাডিশনাল এসপি) রাজীব কুমার। তিনি জানান, হুতরা পূর্বস্থলী থানা এলাকার বাসিন্দা ইজাবুল শেখ এবং অপরজন চুক শেখ। এই বিপুল পরিমাণ গুলি ও অস্ত্রসত্ত্ব তারা কী কারণে সাজুত করেছিল, তা নিয়ে পুলিশের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, এই অস্ত্রসত্ত্ব মজুতের পেছনে বড় কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। পুলিশের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়, এটি কোনো স্থানীয় অপরাধমূলক চক্রের কাজ, নাকি এর পেছনে কোনো বৃহত্তর নেটওয়ার্ক বা আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রয়েছে। এই দিকটি মাথায় রেখেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। সূত্রের খবর, পুলিশ ইতিমধ্যেই ধৃতদের কড়া জেরা শুরু করেছে। কোথা থেকে এই গুলি ও পাইপ গান এল, কাল এর সঙ্গে জড়িত, এবং এই অস্ত্র কোথায় ব্যবহৃত হতে যাচ্ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে রুখতে পুলিশের এই তৎপরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে, ধৃতদের বিরুদ্ধে অন্ত্র আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজই তাদের কারান্না আদালতে পাঠানো হয় এবং পুলিশ তাদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। আদালতের নির্দেশের পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশ আরও গভীরে তদন্ত চালিয়ে মূল ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন জড়িত রয়েছে কিনা, তা জানার জন্য পুলিশের বিশেষ টিম কাজ শুরু করেছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বিভিন্ন সনদ্য যোগসূত্র যাচাই করছে এবং ধৃতদের কোন রেকর্ড, যোগাযোগের ইতিহাস এবং গত কয়েক মাসের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখছে।

মন্ত্রী গড়ে সদর এলাকাতে গ্রীষ্ম আসার আগেই জল নিয়ে হাহাকার, তুমুল বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ মার্চ : মন্ত্রীর গড়ে সদর এলাকাতেই জল নিয়ে হাহাকার। গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ার আগেই তীব্র জলসংকট। তারপরেও এখনো বাড়ি বাড়ি হয়নি পিএইচইর পাইপলাইন সংযোগের কাজ। তাই এবার জলের দাবিতে রাস্তায় নামলেন মহিলারা। সকাল সকাল হাসপাতালাগামি রাস্তার কাজ আটকে জলের দাবিতে পথে বসে টায়ার জালিয়ে তুমুল বিক্ষোভ। বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল

ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের ১৯৬ নং. সেতুর কাজে যুক্ত টেকনিক্যাল কর্মীদের অলনস প্রয়াসের প্রশংসায় এনএফআর (কন)-এর জিএম

মালিগাঁও, ২১ মার্চ : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরি ১৮.০৩.২০২৫ তারিখে সাইরাংয়ের কাছে সাইরাং ইয়ার্ড ও ১৯৬ নং. সেতু পরিদর্শন করলেন। এই ১৯৬ নং. সেতুটি একটি গুরুত্বপূ় সেতু। ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অংশ হিসাবে যে মোট ১৪৪ টি সেতু তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে ১৯৬ নং. সেতুটিই সবচেয়ে জটিল ছিল এবং এটিরই সম্পূর্ণ করার বাকিরাখা ছিল। এটি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য মহিল ফলক হয়ে উঠেছে। সাইরাং ইয়ার্ডের দিকে চলে যাওয়া মুয়ালখাং- সাইরাং সেকশনে চেনেজ ৪৮৮৫৬.৬৪ তলং নদীর উপরে ১৯৬ নং. সেতুটি তৈরি করা হয়েছে। এই সেতুটির মোট পাঁচটি পিয়ারস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লম্বা পিয়ারস (১৩৮)-এর উচ্চতা গিয়ে পৌঁছেছে ১০৪.৪০ মিটারে। এই সেতুটির সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ৩৭৭.৯৮ মিটার। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি জটিল বলে এই সেতুর স্প্যানকে

অন্য ভাবে বসানো হয়েছে। বিশেষ করে সাইরাং প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়া খাড়া উপত্যকায়। শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরি যখন পরিদর্শনে গিয়েছেন তখন তার সঙ্গে ছিলেন এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রেলওয়ের উর্ধ্বতন আধিকারিকগণ। নির্মাণ সংক্রান্ত যেসব কাজ চলছে সেগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন তিনি এবং টেকনিক্যাল কর্মীদের সঙ্গে কথাও বলেন। তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উদ্যোগের প্রতি যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং অবদান রেখেছেন তার প্রশংসা করেন জেনারেল ম্যানেজার। নিজের পরিদর্শনের অঙ্গ হিসাবে তিনি সেতুর কাজে যুক্ত টেকনিক্যাল কর্মীদের সঙ্গে আহার গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ করার জন্য তাঁরা যে নির্মাণ স্রিয়াস অব্যাহত রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোকে অতিক্রম করছেন, তার জন্যও জেনারেল ম্যানেজার তাঁদের প্রশংসা করছেন। ১৯৬ নং. সেতুর নির্মাণ এই দিকটিকেই প্রকাশ করছেন যে, ভৌগোলিক বাধা দূর করার ক্ষেত্রে এবং এ অঞ্চলের

অর্থনৈতিক ও সা ম া জ ি ক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় রেল বন্ধপরিকর। এ ১. ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে মি ল জ া র া মের আইজলকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করবে এবং এই সেতু মিজোরামের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেবে। এই সেতু নির্মাণের ৯৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই নতুন লাইন প্রকল্পটি চারটি সেকশনে বিভক্ত। যেমন, ভৈরবী-হেরতোকি, হেরতোকি-কওনপুই, কওনপুই-মুয়ালখাং ও মুয়ালখাং-সাইরাং। এই প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। যার লক্ষ্য হল উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিকে সমগ্র দেশের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা, পরিবহন সংক্রান্ত কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, এবং

পাঁচামি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করছেন। সেই দুর্নীতি ২৯ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলন করে তুলে ধরব। এই দুর্নীতি শিক্ষা দুর্নীতির থেকেও মারাত্মক।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION &TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites e-tender (Percentage rate tender for Part A works and item rate tender for Part B works) in two bid system for following work :- NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/123/2024-25, Dated- 20/03/2025. Name of work : Repairing of Rat Holes, Broken Granite Flooring, Painting & other ancillary Civil works at Kalighat Temple surroundings. Part A (Percentage Rate Tender) - Estimated Cost (Including GST & LWC) :Rs.2,81,814.00. Part B (Item Rate Tender)- Estimated Cost : Not Applicable. Earnest Money : Rs.6,000.00. Note : If the 2% of the total bid price exceeds the prescribed Earnest Money Deposit amount then the excess amount will have to be deposited by the qualified tenderer in due course. Period of Completion : 15 Days. Last Date and time of Submission of Bid : 29.03.2025 at 11 a.m. The Bid form and other details are available on and from 22.03.2025 at 11 a.m. from the website https://etender.wb.nic.in The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :- 1. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/896 (1st Call) Name of work : Repairing of roads at different places of Nalini Ranjan Avenue, B.M. Sarani and Tollygunge Circular Road in Ward- 81, Br.-X, Estimated Amount (Incl. GST & CESS) :Rs.4,91,554.13. Earnest Money : Rs.9,900.00. 2. NIT No. : KMC/ROADS/2024-2025/897 (1st Call) Name of work : Repairing of road at different places of Rajdanga Main Road, Rajdanga Chakrabarty Para Road and surrounding area in Ward-107, Br.-XII. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : Rs.4,96,289.38. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 30 Days (for SI.No.1 & 2). Last Date and Time of submission of Bid(s) : 09.04.2025 at 12 noon (for SI.No.1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 25.03.2025 at 12 noon (for SI.No.1 & 2). The website https://wbttenders.gov.in (for SI.No.1 & 2). The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage two bid system for following works :- 1. NIT No. : KMC/DR/PBPS/SS/E/08/2024-25 Name of work : Urgent repairing and overhauling of 4 Nos Motor Starter Panels allied with Electrical Wiring and other allied works at LS-VI (Charu Avenue) DPS under PBPS (DRG)/S&D. Estimated Cost : Rs.4,90,873.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. 2. NIT NO. : KMC/DR/PBPS/SS/E/04/2024-25 Name of work : Restoration of main LT Panel, Steel Tubular Pole and Electrical Wiring Systems at QTR. Premises of Sector-V along with other allied	works at SEC-V under PBPS(DR)/S&D. Estimated Cost : Rs.3,93,574.00. Earnest Money : Rs.8,000.00. Period of Completion : 21 Days (for SI.No.1 & 2). 3. NIT NO. : KMC/DR/PBPS/SS/E/03/2024-25 Name of work : Restoration of Outdoor Illumination and Wiring Systems at Qtr. Premises of Sector-IV along with other allied works at SEC-IV under PBPS(DR)/S&D. Estimated Cost : Rs.4,93,631.00. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of Completion : 30 Days. Last Date and Time of submission of Bid : 04.04.2025 upto 3 p.m. (for SI.No.1 to 3). The bid forms and other details are available on and from 24.03.2025 at 5 p.m. (for SI.No.1 to 3). The website https://wbttenders.gov.in (for SI.No.1 to 3). The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :- 1. NIT No. : KMC/EE_PS/VI/58/3/24-25R1 (2nd Call) Name of work : Daily maintenance of Mother Teresa Park , Hatgachiya Park, Park at Sahebabad and Ananta Basal in Ward No.58, Br.-VII. Estimated Cost : Rs.2,98,053.53. Earnest Money : Rs.6,000.00. 2. NIT No. : KMC/EE_PS/VI/66/3/25-26 (1st Call) Name of work : Annual maintenance of Children Park on the Roof of Booster Pumping Station at G.J Khan Road in Ward-66 under Br.-VII. Estimated Cost : Rs.1,98,702.35. Earnest Money : Rs.4,000.00. 3. NIT No. : KMC/EE_PS/VI/59/9/24-25R1 (2nd Call) Name of work : Annual maintenance of Play Ground at 12, 13, 14 Mahendra Roy Lane in Ward No.59, Br.-VII. Estimated Cost : Rs.1,98,702.35. Earnest Money : Rs.4,000.00. Period of Completion : 365 Days (for SI.No. 1 to 3). Last date and time of submission of bid : 29.03.2025 at 1 p.m. (for SI.No.1 to 3). The bid forms and other details shall be available on and from 22.03.2025 at 10 a.m. (for SI.No. 1 to 3). The website https://etender.wb.nic.in (for SI.No.1 to 3). The Executive Engineer (C), Br-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :- NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/036/29/2024-2025 Name of work : Restoration of pavements and passages at 130, 137, 7/1/H Beliaghata Road and 7/3, 7/1/H/1 Dr. M.N. Chatterjee Sarani in Ward No.36. Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : Rs.3.1,276.51. Earnest Money : Rs.7,000.00. Period of Completion : 45 Days. Last Date and Time of submission of bid : 05.04.2025 at 11 a.m. Date and Time of opening of Tender : 07.04.2025 at 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 21.03.2025 at 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in 1514 / 24-25

জল নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। দ্রুত বাড়ি বাড়ি সেখানে জল পৌঁছে যাবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গেছে সদর এলাকাতে লিড পেয়েছে বিজেপি। সেই কারণে জল থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। এমনটাই বিক্ষোভের অভিযোগ বিজেপি নেতৃত্বের। বিক্ষোভকারী গৃহবধু অঞ্জনা দাস বলেন, এখনো বাড়ি বাড়িতে জল সব বলেন, আগে জল বিক্ষোভের তো প্রয়োজন সব থেকে আগে। তাই আমরা রাস্তায় নেমেছি। আরেক বিক্ষোভকারী গৃহবধু পুষ্প দাস বলেন, আগে জল তারপর রাস্তার কাজ হবে। আমাদের এত সমস্যা কিন্তু কেউ কিছু শুনছে না। তাই আমরা আড়া রাস্তা অবরোধ করছি। বিক্ষোভকারী অমিত দাস বলেন, আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। করতে বাধ্য হয়েছি। জল নিয়ে এত সমস্যা। গ্রীষ্ম আসার আগেই জল কষ্ট। হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের

প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, জলের কোন সমস্যা হবে না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে টেন্ডার হয়েছে কাজ হচ্ছে। ওখানেও টেন্ডার হলে দ্রুত কাজ শুরু হবে। জেলা বিজেপির সম্পাদক রুশেশ আগারওয়ালের অভিযোগ, ওই এলাকায় বিজেপির ভোট বেশি। তৃণমূল ব্রহ্মপুত্র করে জল থেকে বঞ্চিত করছে। পিএইচইর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

আঞ্চলিক বাণিজ্য ও পর্যটনে মদত দেওয়া। অতি বিশেষ এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃক দেওয়া তারা মিজোরাম সহ অন্যান্য স্থানের মানুষদের জন্য অবিরাম রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে।

পূর্ব রেলওয়ে ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি	
নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লিউএইচ/২০২৫, তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৫ নিম্নবর্ণিত ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম অল, যাত্রী নিদাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিালমার জন্য চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিঙ্কি: www.ireps.gov.in দেখুন। কাটালিম নং.ঃ পার্ক-এইচডব্লিউএইচ-এমএনএরঃ অকশন স্ক্রকর তারিখঃ ও সময়ঃ ০৩.০৪.২০২৫ তারিখ বেলো ১১.০০ টায়। (১) লট নম্বরঃ পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এনজিএল-টিউবউই-৫৮৮-২৪৮-১ (পার্কিং-৩ উইলার)। স্টেশনের নামঃ নিদান। (২) লট নম্বরঃ পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-কেডব্লিউএই-টিউবউই-১১৮-২৫-১ (পার্কিং-৩ উইলার)। স্টেশনের নামঃ ধারোয়া। (৩) লট নম্বরঃ পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-সিজিআর-টিউবউই-১৮৩-২৪-১ (পার্কিং-৩ উইলার)। স্টেশনের নামঃ চন্দননগর। (৪) লট নম্বরঃ পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-জেআইটি-টিউবউই-২৭-২৪-১ (পার্কিং-৩ উইলার)। স্টেশনের নামঃ হারিট। HWH-689/2024-25 টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পড়া যাবে। আমাদের অঙ্গদধর কনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter	

চা বলয়ে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি অনিবার্য বিধানসভা ভোটের আগে চা বলয়ের কর্মীদের চাঞ্চা করা সম্ভব, প্রশ্ন বিজেপি নেতৃত্বেরই

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ : চা বলয়ে ২০২৬-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন তৃণমূলের কাছে ছিল



চ্যালেঞ্জের। সেখানে ঘাসফুলের আভাবনীয় সাফলা ছন্নছাড়া করে ছেড়েছে বিজেপিকে। পরের বছর ভোটে লোকসভা আসন দখলে রাখতে সক্ষম হলেও দলের প্রাপ্ত ভোট কমেছে। কর্মীদের মনোবল তলানিতে পৌঁছেছে। সেটা বিধানসভা নির্বাচনের আগে আদৌ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের মনে।

রাজনৈতিক মহলর ভাবছে, ২০১৯-এর লোকসভা এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল দেখে তৃণমূল নেতৃত্ব সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন চা বলয়ের উপেক্ষা করে ডুমুরির আটটি বিধানসভা এলাকা, তার মধ্যে পাঁচটি আলিপুরদুয়ার জেলা এবং তিনটি জলপাইগুড়ি জেলায়। তরাইয়ের দুটি বিধানসভা এলাকা ফাঁসিদেওয়া এবং নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ায় নির্বাচনে ভালো ফলাফল সম্ভব নয়। এখানে আদিবাসী চা শ্রমিকদের ভোট বড় বিষয়। সুপারিকল্পিতভাবে সেখানে ঘর

গোছানোর কাজ শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসে। পুরোপুরি বামদের খঁচে জলপাইগুড়ি জেলার ৭৮টি এবং



আলিপুরদুয়ার জেলার ৬৭টি চা বাগানে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে চা বলয়ের ভোটন্যাক ফেরাতে ওই ইউনিট কমিটিগুলো সক্রিয় ভূমিকা নিতে গেরুয়া ভোটব্যাঙ্ক ফাঁকা হতে শুরু করে। এদিকে তরাইয়ে রয়েছে ৪৭টি চা বাগান। তারমধ্যে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকায় রয়েছে অন্তত ২০টি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় ২৭টা সেখানেও গেরুয়া শিবিরের সাংগঠনিক শক্তি কেড়েছে তৃণমূল। ২০২২ সালের মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় একটিও গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে পারেনি বিজেপি। যদিও ওই দুটি বিধানসভা আসন এক বছর আগে ২০২১ সালে গেরুয়া শিবির দখল করে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে তাদের প্রাপ্ত ভোট নেমে দাঁড়ায় প্রায় ২৮ শতানে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের

জলদাপাড়া-গরুমারায় একশৃঙ্গ গণ্ডারের সংখ্যাবৃদ্ধি, সংরক্ষণে জোর বনদপ্তরের

দূরন্ত বার্তা, জলদাপাড়া, ২১ মার্চ : একশৃঙ্গ গণ্ডারের সংখ্যা বাড়াব রাজ্যে। জলদাপাড়া ও গরুমারা দুই জাতীয় উদ্যানে তিন বছরে ৪৫টি গণ্ডার বেড়েছে বলে জানাল রাজ্য বনদপ্তর। জলদাপাড়ায় তিন বছর আগে গণ্ডারের সংখ্যা ছিল ৫৫। চলতি বছরে মার্চের শুমারে তা বেড়ে হয়েছে ৬১। বেড়েছে ৬টি। ৫ ও ৬ মার্চ-এই দু’দিন নিজেদের ৮৫টি কুনকি হাতি আর ১৫টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় বনদপ্তর গণ্ডার শুমারের কাজ করেছে। কাজ চলেছে জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য ও জলপাইগুড়ি সংরক্ষিত অরণ্যের বিস্তারি ভূমিকে ৪ বর্গ কিলোমিটারের হিসাবে ভাগ করে। মোট ৬৯৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ৯৯টি এই ধরনের ব্লকে ভাগ করে সন্মার হয়। তাতে প্রায় সাড়ে ৬০০ দপ্তরের কর্মীকে নিযুক্ত

করা হয়। তাতে মূলত গণ্ডারের যাতায়াত ও উপস্থিতির উপর এই হিসাব করে দপ্তর। দেখা যায়, জলদাপাড়ার গণ্ডারের হিসাবে প্রায়



৭২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ৯ শতাংশ, প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক ও ২১ শতাংশ শিশু রয়েছে। আবার গরুমারার গণ্ডারের হিসাব বলছে, প্রায় ৬২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক, প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক ১২ শতাংশ ও ২৮ শতাংশ শিশু

রয়েছে। গণ্ডারের এই হারে সংখ্যাবৃদ্ধি হলেও তাদের সংরক্ষণের উপর যথেষ্টই জোর দিচ্ছে বনদপ্তর। উল্লেখযোগ্য খবর হল, গণ্ডারের দুই



জঙ্গলের এই দুটি দলেরই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রয়েছে স্ত্রী গণ্ডাররা। আনুপাতিক হারে জলদাপাড়ায় একটি পুরুষ পিছু স্ত্রী গণ্ডারের সংখ্যা ১.১৩। গরুমারায় সেখানে একটি পুরুষ পিছু স্ত্রীর সংখ্যা ১.৫৯।

সংঘর্ষবিরতি শেষ হতেই গাজায় বিশ্বংসী বিমান হামলা ইজরায়েলের!

২১ মার্চ : ২ মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হতেই গাজায় ফের হামাসের বিরুদ্ধে দাঁত-নখ বের করল ইজরায়েল। মঙ্গলবার গাজার মাটিতে বেলাগাম বিমান হামলা চালাল ইজরায়েল। এই হামলায় ৩০০’র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও অনেকে। সব মিলিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামানোর উদ্যোগ আপাতত জলে গেল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ট্রাম্পের উদ্যোগে গত জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে হামাসের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি করে ইজরায়েল। কথা ছিল, এই যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে হামাসের হাতে বন্দি নাগরিকদের মুক্তি দেবে হামাস। সেইমতো বহু পনপদিকে মুক্তিও দেওয়া হয়। তবে ইজরায়েলের অভিযোগে সকল পনপটিকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। শুণ্ডু তাই নয় মার্কিন প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস। যার জেরেই এই হামলা। মঙ্গলবার কাকভাওরে গাজায় বিমান হামলায় ৩৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইজরায়েলের অবস্থা দাবি, গাজায় হামাসের ঘাটি লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলার পর হামাসের তরফে জানানো হয়েছে, ইজরায়েল একতরফা ভাবে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি ভেঙেছে। জানা যাচ্ছে, এই হামলায় হামাসের নিরাপত্তা আধিকারিক মেহমুদ আবু ওয়াতফার মৃত্যু হয়েছে। সুত্রে জানা



মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি। যদিও একেবারে শেষ মুহুর্তে হামাসের তরফে বন্দিদের নামের তালিকা না দেওয়ায় বঁকে বসেন নেতানিয়াহ। এরপর নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় হামাসের তরফে। শেষপর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে চলতে থাকা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হয়েছিল সাম্প্রতিক ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে। কথা ছিল ধাপে ধাপে বাড়বে চুক্তির মেয়াদ। তবে তার আগেই গাজার মাটিতে হামলা চালিয়ে বসল ইজরায়েল। উল্লেখ্য, এই যুদ্ধে বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার।

বালোচ বিদ্রোহীদের হামলায় মাত্র দু’দিনে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক পাক সেনার

২১ মার্চ : বালোচ বিদ্রোহীদের আগুনে পুড়েছে বালোচিস্তান। যার আঁচ ছড়িয়েছে গোটা পাকিস্তানে। জাফর এন্ডপ্রেস হাইজ্যাক থেকে একের পর এক হামলায় মাত্র দু’দিনে মৃত্যু হয়েছে শতাধিক পাক সেনার। বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এখন মাথাব্যথার কারণ পাক সংগঠনের। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে এবার পাকিস্তানে সেনা মোতায়েন করতে চলছে চিন! প্রশ্ন উঠছে, শুধুই কি বন্ধুত্বের স্বার্থে একহে চিন্তাভাবনা বেজিয়ের? নাকি নিজের স্বার্থ রক্ষা করতেই পাকভূমে আসরে নামবে লাল ফৌজ? গোটা ঘটনাপ্রবাহের উপর নজর রাখছে ভারত। বালোচ বিদ্রোহীরা যেমন পাক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনই তাদের টাঙেট পাকিস্তানে থাকা চিনা আধিকারিকরাও। কারণ ২০১৫ সালে স্বাক্ষর হওয়া মউয়ের ভিত্তিতে চিন-পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর বা সিপিইসি নির্মাণকার্য শুরু হয়। চিনের প্রস্তাবিত ‘অ্যান্ড রোড’ প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে, তাদের অর্থ সাহায্য করতেই এই করিডর তৈরি হয়। এমনটাই দাবি করে দু’দেশ। পাকিস্তানের গদর বন্দর থেকে চিনের শিনজিয়াং প্রদেশ পর্যন্ত মোট ৬,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথটি তৈরি করা হয়েছে। এই করিডর নিয়ে প্রথম থেকেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসছেন বালোচিস্তান-সহ গিলগিট-বালতিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা। এই করিডর নিয়ে প্রবল আপত্তি রয়েছে ভারতেরও। প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই আলাদা হওয়ার দাবি জানাচ্ছে বালোচিস্তান। ২০০০ সালের শুরুর দিকে এই প্রদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার দাবিতে পাক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিএলএ। তারপর থেকে পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে লড়াই চালাচ্ছে বালোচ বিদ্রোহীরা। পাষ্টা গুমঝুন, হত্যা ও ধর্ষণের মতো অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বিদ্রোহের আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে ইসলামাবাদ। বিশেষ করে এই চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হওয়ার পর থেকেই আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে বালোচিস্তান। অভিযোগ, পেশিখন্ডির জোরে তাদের বাসভূমি কেড়ে নিয়ে এই করিডর তৈরি করা হয়েছে। খনিজ সমৃদ্ধ প্রদেশটিকে কার্যত লুট করছে পাক প্রশাসন। আর লাভের গুর খাচ্ছে চিনও। প্রতিদানে বালোচ জনতা পাচ্ছে শুধুই নির্মাতন ও দারিদ্র। তাই বালোচ বিদ্রোহীদের নিশানায় রয়েছে চিনা আধিকারিক। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন চিনের বহু ইঞ্জিনিয়ার। ফলে বালোচিস্তানের এই বর্তমান পরিস্থিতি চিন্তা ধরিয়েছে চিনের মনেও। বিশ্লেষকদের মতে, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বালোচিস্তান কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চায় না বেজিং। বালোচ বিদ্রোহীদের সামনে যদি পাক সেনা টিকতে না পারে তাহলে এতে বিপদ বাবে চিনেরও। ক্ষতির সম্মুখীন হবে চিন-পাক অর্থনৈতিক করিডর। তাই নিজের স্বার্থেই সেনা পাঠানোর কথা ভাবছে শি জিনপিং। আর এই পরিস্থিতিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার, রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনার জবাব দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, একভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক খুবই কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করে। সংবিধান আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব রাজ্যগুলিকে দিয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রকের অধীনে আসে। এটি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত এবং এতে কোনও পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ৭৬ বছর পর যখন আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যগুলি দ্বারা দেখাশোনা করা হয়, তখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন বিভিন্ন

ধরণের অপরাধ কেবল রাজ্য সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেগুলি আন্তঃরাজ্য এবং বহু-রাজ্য উভয়ই – যেমন মাদক, সাইবার অপরাধ, সংগঠিত অপরাধ দল, হাওয়ালা। এই সমস্ত অপরাধ কেবল একটি রাজ্যের মধ্যেই সংঘটিত হয় না। দেশের বাইরে থেকেও দেশে অনেক অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই, এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমি গর্বের সঙ্গে বলছি গত ১০ বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাত্ক্ষণিকভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে বহুদিনের অন্তর্ভাশিত পরিবর্তন এনেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, ২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন ২০১৪ সালের

আগের বেশ কিছু সমস্যাও ছিল। তিনটি প্রধান সমস্যার কারণে এই দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সর্বদা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। এই তিনটি বিষয় দেশের শান্তিতে বাধা সৃষ্টি করছিল, দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ।

দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে ট্রাকের চাপায় পিষে শিশুর মৃত্যু

শ্রীনগর, ২১ মার্চ : দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হল ৩ বছরের এক শিশুকন্যার। শুক্রবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কুলগাম জেলার ত্রিসালের পীরবল গ্রামের কাছে। মৃত শিশুকন্যার নাম - ত্রিসালের বাসিন্দা মুহম্মদ আহমেদ সাফির মেয়ে জয়নব জুনহিদি (৩), সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ঘাতক ট্রাকটির নম্বর প্রকাশ্যে এনেছে পুলিশ। ওই ট্রাকটির নম্বর হল - জেকে ০৫ এবি-৯৮৭৬। শিশুটির মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছে তার পরিবারের সদস্যরা।

লোহারদাগায় শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, চাষিদের মাথায় হাত

লোহারদাগা, ২১ মার্চ : ঝাাখণ্ডের লোহারদাগা জেলায় বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লেন কৃষকরা। বিভিন্ন প্রান্তে চাষিদের জমির সবজি, ডাল, তৈলবীজ-সহ রবি ফসল ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। টমেটো, বেগুন, শশা-সহ বিভিন্ন সবজির খেত একেবারে ভেসে গেছে। এছাড়া ঝোড়ো হাওয়ায় বেশ কয়েকটি গাছ উড়ে পড়ে এবং কাঁচা বাড়িঘরে ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। শিলাবৃষ্টির জন্য আম গাছে মুকুল ও ফলেরও ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করতে জেলা কৃষি আধিকারিক সরনে খালখো ও অঞ্চল আধিকারিক মোদাসসার নজর মংসুরী এলাকা পরিদর্শন করেন এবং পরিস্থিতির সার্বিক খোঁজ নেন।

‘২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে নকশালবাদ নির্মূল করা হবে’

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : দেশ থেকে নকশালবাদকে নির্মূল করার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার রাজ্যসভায় অমিত শাহ বলেছেন, আমি এই সভায় দায়িত্বের সঙ্গে বলছি, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে নকশালবাদ নির্মূল করা হবে। রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কর্মকাণ্ডের উপর আলোচনার জবাবে অমিত শাহ বলেন, যখন এমন একটি সরকার থাকে যা নকশালবাদকে রাজনৈতিক বিষয় বলে মনে করে, আর যখন এমন একটি সরকার ক্ষমতায় আসে যা নিরাপত্তার পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য কাজ করে, তখন কী হয়। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে ছত্তিশগড়ে যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসে, তার পর থেকে মাত্র এক বছরে ৩৮০ জন নকশাল নিহত হয়েছে, যেখানে গতকাল নিহত হওয়া ৩০ জন নকশাল এর সঙ্গে যোগ করা হয়নি। ১১১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১০৪৫ জন আত্মসমর্পণ করেছে। (সক্রিয় নকশালদের) সংখ্যা ২৬১৯ জন কমেছে। এই অভিযানে ২৬ জন নিরাপত্তারক্ষী মারা গেছেন। এটি একই ছত্তিশগড়, একই পুলিশ, একই সিআরপিএফ এবং একই ভারত সরকার।

জাগল ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুৎপাতের পর বাতিল বিমান

জাকার্তা, ২১ মার্চ : জেগে উঠল ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট লেগুটেবি লাকি-লাকি আগ্নেয়গিরি। শুক্রবার আগ্নেয়গিরি থেকে তিন-তিনবার অগ্ন্যুপাত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় প্রশাসন ওই আগ্নেয়গিরির অংশপাশের বিপদসীমা এলাকা বাড়িয়েও দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন দ্বীপ বালিতে মাউন্ট লেগুটেবি লাকি-লাকি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের পর অন্তত সাতটি আন্তর্জাতিক বিমান বাতিল করা হয়েছে। শুক্রবার বালি বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানান, পর্যটকজ্ঞান এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বিমান চলাচল বিপর্যস্ত হয় এবং আকাশে আট কিলোমিটার উচ্চতায় কালো ছাই ছড়িয়ে পড়েছে। মাউন্ট লেগুটেবি লাকি-লাকি, যা ফ্রান্সের দ্বীপে অবস্থিত ৭,৭০৬ মিটার (৫,৫৮৭ ফুট) উচ্চতার একটি দ্বীপে তৈরি আগ্নেয়গিরি, বৃহস্পতিবার রাত ১১,০০ টায় ১১ মিনিট ৯ সেকেন্ড ধরে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। এর ফলে আগ্নেয়গিরির সতর্কতা স্তর সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

ত্রিপুরায় ৩২৪২৩.৪৪ কোটির বাজেটে গুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

আগরতলা, ২১ মার্চ : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ৩২৪২৩.৪৪ কোটি টাকার বাজেট পেশ করছেন ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৪২৯.৫৬ কোটি টাকা। এদিন বাজেট পেশের পর বিধানসভার প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে অর্থমন্ত্রী বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি তুলে ধরেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব ৪০১০ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে রাজ্যের নিজস্ব কর-বহির্ভূত বাজেট রাজ্যের নিজস্ব কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৫০৪ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে। তিনি জানান, অর্থনীতির চাকা চাঙ্গা করার জন্য মূলধন ব্যয়ের উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মূলধন ব্যয় ৭.৯৩৬ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটের তুলনায় ১৯.১৪ শতাংশ বেশি। সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী জানান ২০২৫-২৬ অর্থ বর্ষের ব্যয়-প্রদানের প্রস্তাবে অনেক নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এই

বাজেটে কোন নতুন করের প্রস্তাব রাখা হয়নি। ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবে গত বছরের বাজেটের তুলনায় ৪৬১৮.৭৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ছিল ২৭৮০৪.৬৭ কোটি টাকার, যা ২০২৪-২৫ সালের সংশোধিত বাজেটে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০২৯৬.৫০ কোটি টাকা হয়েছে। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৪২৯.৫৬ কোটি টাকা। তিনি জানান, বাজেটে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য ১৮৮৫.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা ২০২৪-২৫ সালের বাজেটের তুলনায় ৯.৪৯ শতাংশ বেশি। বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য ৬১৬৬.১৯ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

Name Change
I, Rupa Khatun Bibi W/O- Rejaul Sekh residing Vill- Sahazadpur, P.O.+ P.S.- Nadanghat, Dist- Purbu Bardhaman, West Bengal, RAJIBUL SK is my son who hold a birth certificate being No HKGP/469/2013 Dated 30.11.2013 where in my name wrongly recorded as SORIFA BIBI in place of RUPA KHATUN BIBI and my husband's name wrongly recorded as REJAUL SK in place of REJAUL SEKH. My Actual name is Rupa Khatun Bibi, My husband's Name is REJAUL SEKH and My son is RABIUL SK vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 21/03/2025

আমরা কথা রাখলাম’, সুনীতাদের প্রত্যাবর্তনে হোয়াইট হাউসের বার্তায় খোঁচা বাইডেনকেও!

২১ মার্চ : মহাকাশে গিয়েছিলেন জো বাইডেনের আমলে, ফিরলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনে। নানা সময়সার জেরে ৮ দিনের সফর গািয়েছে ২৮৬ দিনে। অবশেষে বুধবার সুনীতাদের নির্বিঘ্নে ঘরে ফেরার পর উচ্ছ্বাসে মাতলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি হোয়াইট হাউসের তরফে বার্তা দেওয়া হল, ‘ দিয়েছিলাম, কথা রাখলাম’। প্রেসিডেন্টের বামভবনের এই বার্তায়, কর্তব্য পালনের আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি বাইডেন প্রশাসনের ব্যর্থতাকে স্মরণ করিয়ে মৃদু খোঁচা দেওয়া হল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ৯ মাসের ব্যোমযাত্রা শেষে ভারতীয়, সমর্থ, অনুযাধী বুধবার ভোরের ৬টে ২৭ মিনিট নাগাদ ফ্লোরিডায়, সমুদ্রে অবতরণ করে সুনীতাদের মহাকাশ যান। সুনীতার সঙ্গে একই মহাকাশযানে ঘরে ফিরেছেন বুচ, নিক ফা এবং রশন নভশ্বর আলেকজান্ডার পূর্বনাম। তবে এই প্রত্যাবর্তনে রাজনীতির খেলাও কিছু কম হয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেরও অংশ হয়ে উঠেছিলেন সুনীতারা। নির্বাচনী প্রচারে বাইডেন প্রশাসনের ব্যর্থতা তুলে ধরে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প

জানিয়েছিলেন, জো বাইডেনের প্রশাসন সুনীতাদের ফেরাতে অক্ষম। রাজনৈতিক কারণে তাদের মহাকাশে আটকে রাখার অভিযোগও করা হয়। ট্রাম্প



জানান, তিনি ক্ষমতায় এলে মহাকাশ থেকে ফিরিয়ে আনবেন নভোচারণদের। নির্বাচনে বিরাট সাফল্যের পর কথা রাখতে কেমর বেঁধে নেমে পানো ট্রাম্প। সুনীতাদের পৃথিবীতে ফেরাতে গত জানুয়ারি মাসে এলন মাস্ককে দায়িত্ব দেন ট্রাম্প। কেমর বেঁধে নেমে পরে মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্স। এলন মাস্ক ও নাসার উদ্যোগে

অবশ্য ব্যর্থ হয়। ১২ মার্চ ভোর ৫টা ১৮ নাগাদ আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেস এক্সের ফ্যালকন নাইন রকেট উক্ষেপণ করার কথা ছিল। কিন্তু রকেট

লঞ্চপ্যাডের এক ত্রুটির কারণে এই মিশন বাতিল করা হয়। অবশেষে শনিবার ভোরে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেবে স্পেস এক্স ড্রাগন ক্যাপমূল ক্রু নাইন। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বুধবার ভোরে পৃথিবীতে ফেরবেন সুনীতারা। এই সাফল্যের পরই, হোয়াইট হাউসের তরফে বার্তা দেওয়া হয়, ‘ প্রতিক্রমতি দিয়েছিলাম, প্রতিক্রমতি

পালন করলাম। ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন তিনি সুনীতাদের ফিরিয়ে আনবেন। আজ স্পেসএক্স ও নাসার চেষ্টায় তাঁরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরেবেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পও সেই ফেরার ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, ‘জয় আমেরিকার জয়’। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ জুন মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেন দুই নভোচারী সুনীতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোরা। কথা ছিল, সেখানে ৮ দিন থেকে তাঁরা ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁরা মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছানোর পরই দেখা যায় যে মহাকাশযানে তাঁরা এসেছেন তাতে বিরাট সমস্যা রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হি্লিয়াম লিক এবং প্রপালশান সিস্টেমের গলদ। ফলে সেই মহাকাশযানে আর ফেরা হয়নি সুনীতারা। তারপর প্রায় ৭ মাস বাইডেনের সরকার থাকলেও তাঁদের ফেরানোর তেমন কোনও উদ্যোগও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ট্রাম্পের উদ্যোগে অবশেষে সুনীতাদের ফিরে আসার পর হোয়াইট হাউসের এই বার্তা শুধু সাফল্যের বার্তা নয়, একইসঙ্গে প্রাক্তন বাইডেন প্রশাসনের উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষ করা হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মেট্রো কর্মীদের জন্য অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ

কলকাতা, ২১ মার্চ : যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, মেট্রো রেল সর্বদা সন্তাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আগুন লাগার মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে, নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সুরক্ষণা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পর্যালোচনা করা হয়। ট্রেনেলের ভিতরে বা ভাষাডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য তাদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার এবং তাদের দক্ষতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন করিডোরে বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণও পরিচালিত হয়। আজ, ১৮.০৩.২০২৫ তারিখে হাওড়া এবং এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন অগ্নি এবং ধোঁয়ার পরিস্থিতির সিমুলেশনের মাধ্যমে, মেট্রো

নাম পরিবর্তন
আমি Rased Molla পিতা Late Ansar Ali Molla চিকন্বা Vill- Joypur, Po-Ps- Bongaon, District - 24 Pgs (N), Pin-743235, West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 21-01-2025 এর Affidavit no ৪30 দ্বারা যে আমার মৃত পিতা মিন আসে পরিচিত ছিলেন নাম Ansar Molla এমন থেকে Ansar Ali Molla নামে পরিচিত হলেন । আমার মৃত পিতা Ansar Molla ও Ansar Ali Molla একই ব্যক্তি।

(PR-1257) **প্রিন্সিপ্যাল চিফ মোটরযালাস ম্যানেজার**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
 প্রসন্নচিহ্নে রেল পরিষেবা

‘পুরনো বলে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছি’, বাদ পড়া নিয়ে বললেন সিরাজ

গান্ধীনগর, ২১ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু আর জসপ্রীত বুমরাহ চোটের জন্য খেলতে পারবেন না-এটা নিশ্চিত হওয়ার পর কোন কোন বোলার দুবাই যেতে চলেছেন, তা নিয়ে ধন্দ শুরু হয়। কতজন পেসার, কতজন স্পিনারকে বেছে নেওয়া হবে, সেই সংশয় মিটিতে না মিটিতে দানা বাঁধে নয়া বিতর্ক। যখন জানা যায়, হর্ষিত রানা কিংবা অর্শদীপ সিংয়ের মতো অনাভিজ্ঞ পেসারকে দলে রেখে বাদ দেওয়া হয়েছে মহম্মদ সিরাজকে। তাঁর জায়গায় দলে এসেছেন একজন স্পিনার-বরুণ চক্রবর্তী। এই ইস্যু নিয়ে এরপর একাধিকবার অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। সাংবাদিকদের সওয়ালের জবাবে রোহিত জানান, তারা অলরাউন্ডার বাছাইকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরেন আরেকটি কারণ। যেখানে রোহিত বুজির ছিল, পুরোনো বলে সিরাজ ততটা ‘কার্যকরী’ নন। দুবাইয়ের ময়দানে মিডল অর্ডারে বিপক্ষ দলের



পাটনারশিপ ভাঙতে এমন বোলার তারা খুঁজছেন, যিনি জেলা-উঠে যাওয়া বলেও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারবেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে দেশে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। আইসিসির অর্থ পুরস্কার তো বাটেই, গতকাল সমস্ত খেলোয়াড়কে তিন কোটি টাকা করে আর্থিক সগুণ্যত দেওয়ার ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। এই আবহে অধিনায়কের বয়ানের বিরোধিতা করে মুখে খুললেন মহম্মদ সিরাজ। সাফ জানানেন, রোহিতের বক্তব্য তাঁর মতামত হতেই পারে। কিন্তু তথ্য উল্টো কথা বলছে। সিরাজ বলেন, “গত বছর দুনিয়ার সেরা দশ জন সিমারের মধ্যে আমি পুরোনো বলে সর্বাধিক উইকেট নিয়েছি। তার উপর ইকোনমি রেটও যথেষ্ট কম। পরিসংখ্যানই আমার হয়ে কথা বলছে। আমি পুরোনো এ নতুন-দু’ধরনের বলেই যথেষ্ট ভাল পারফর্ম করেছি।” আইপিএলে নামার আগে একটি সাংবাদিক বৈঠকে একথা আত্মবিশ্বাসের সূত্রে আনিয়া করেছেন তিনি। পক্ষে-বিপক্ষে এই মতানৈসর্গের আবহে একটা বিষয় যদিও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সেটা হচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার ঠিক আগে মহম্মদ সিরাজ খুব একটা ভাল ফর্মে ছিলেন না। ছ’মাস ধরেই পারফরম্যান্সে অবনতি দেখা যাচ্ছিল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তিনি জ্বলে ওঠেন ঠিকই। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না।

হার্দিক পাণ্ডিয়ার পরিণতি আর কারও হবে না, বদলে গেল আইপিএলের নিয়ম

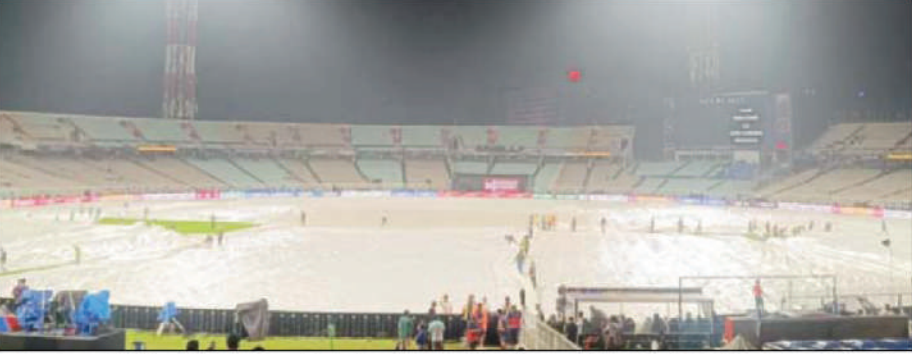


মুম্বই, ২১ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নতুন মরসুমের আগে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটা বড় সিদ্ধান্তও রয়েছে। হার্দিক পাণ্ডিয়ার মতো পরিস্থিতিতে আর কাউকে পড়তে হবে না। গত বারের আইপিএলের আগে গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে ট্রেডিংয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ফিরেছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। তাঁকে যে ক্যাপ্টেন করা হবে, এই প্রত্যাশাই ছিল। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিককেই ক্যাপ্টেন করা হয়। আইপিএলের গত মরসুমে স্লো-ওভার রেটের জন্য সমস্যায় পড়েছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। শৃঙ্খলাজনিত কারণে এক ম্যাচের মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে দেওয়া হয়। ফলে এ মরসুমের প্রথম ম্যাচ অর্থাৎ চেন্নাই ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। কোনও ক্যাপ্টেন যাতে আর এই

সমস্যায় না পড়েন, বদলে নেওয়া হল নিয়ম। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রথম ম্যাচ টিপকে। সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ‘নির্বাসিত’ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাপ্টেন খেলতে না পারলেও হার্দিক অবশ্য টিমের সঙ্গে স্টেডী পৌঁছে গিয়েছেন। প্রথম ম্যাচে মুম্বইকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। এ বার থেকে আইপিএলে আর স্লো-ওভার রেটের জন্য কোনও ক্যাপ্টেনকে নির্বাসিত করা হবে না। আইসিসির নিয়মের মতো ডেবেরিট পয়েন্ট অবশ্য থাকছে। কিন্তু নির্বাসনের নিয়ম তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত নিয়ম অবশ্য এই মরসুম থেকে। ২০২৫-এর আগে যে প্লেয়ার কিংবা টিম অফিসিয়ালকে যদি শৃঙ্খলাজনিত কারণে নির্বাসিত করা হয়ে থাকে, সেই নির্বাসন কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ হার্দিককে যেহেতু গত মরসুমেই নির্বাসিত করা হয়েছিল, ফলে এই নির্বাসন কার্যকর থাকছে এবং নিয়ম বদলালেও মুম্বইয়ের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, স্লো-ওভার রেটের জন্য ক্যাপ্টেনের সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে বড় অক্ষের জরিমানা। এ ছাড়াও স্লো-ওভার রেটের জন্য ফিল্ডিং রেস্ট্রিক্টকন হতে পারে। যেমন পাওয়ার প্লে-র পর পাঁচ ফিল্ডার বাড়ানোর থাকতে পারেন। কিন্তু স্লো-ওভার রেট থাকলে ইনিংসের শেষ ওভারে পটের জায়গায় চার ফিল্ডার হতে পারে।

উদ্বোধনের আগে ইডেনে ভিলেন বৃষ্টি মাঝপথেই মাঠ ছাড়লেন কোহলি-রাহানেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ ক্রিকেট প্রেমীরা আপাতত অধীর আগ্রহে আইপিএল দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন। আর এদিকে প্রকৃতি দেখাচ্ছে ‘খেলা’। আগামিকাল আইপিএলের উদ্বোধন। টুর্নামেন্টের সূচনা হচ্ছে ইডেনে গার্ডেনে। ওই ম্যাচে রয়েছে বৃষ্টির ঝড়ুটি। তার আভাস মিলেছে শুক্রবারই। আজ, শুক্রবার দুই দল শেষ বেলায় প্রস্তুতির জন্য ইডেনে এসেছিলেন। কিন্তু পুরো অনুশীলন করা হল না দুই দলের ক্রিকেটারদের। বিরাট-রাহানেরদের অনুশীলনের মাঝে ভিলেন হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি।



কেকেআর-আরসিবি ম্যাচের আগের দিন ঘন্টা খানেক অনুশীলন করতে পারলেন দুই দলের ক্রিকেটাররা। তারপরই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলেন বিরাট কোহলি, অজিঙ্ক রাহানেরা। সাদা কাপড়ে ঢাকল ইডেন। যে ছবি দেখে অনেক কেকেআর প্রেমীর মাথায় হাত পড়তে পারে। মনে আশঙ্কা জাগতে পারে যে, তা হলে কি সত্যিই ভেঙে যাবে এ বারের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ। প্রকৃতি কখন যে কী খেলা দেখাবে, তাতে কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। আগামী ৪দিন দক্ষিণ বঙ্গের সকল জায়গাতেই বড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। এর ফলে গরমের হাত থেকে কিছুটা হলেও রেহাই মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে। তার সঙ্গে আবহাওয়া দফতর এও জানিয়েছে যে, কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২২ মার্চ অর্থাৎ শনিবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তেমনটা হলে

ইডেনে ম্যাচ খেলার সেই অর্থে বেশি সমস্যা হবে না। কারণ ক্রিকেটের নন্দনকাননে জলনিকশী ব্যবস্থা খুবই ভালো। ফলে হালকা বৃষ্টি হলে মাঠ থেকে জল বের করা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু একটানা বৃষ্টি হলে, তা অবশ্যই বড় সমস্যা। এ বার দেখার শেষ অবধি শনিবার বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পুরো হয়, নাকি পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়। কিন্তু কেমন হয়েছে কেকেআরের টিম, প্রস্তুতিই বা কেমন। মরসুম শুরুর আগে জেনে নেওয়া যাক। মুম্বইতে কেকেআর অ্যাকাডেমিতে ঘরোয়া



ক্রিকেটারদের নিয়ে আগেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতায় প্রস্তুতি করেছে অনেক দিন। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে দুটা। যদিও দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে সম্পূর্ণ করা যায়নি। সার্বিক ভাবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রস্তুতি খুব খারাপ হয়নি। এখনও অবধি ইতিবাচক থাকাই যায়। কেকেআর কার্যত গত বারের কোর টিমটাকেই ধরে রেখেছে।

কেকেআর ফুল স্কোয়াড-অজিঙ্ক রাহানে, রিঙ্কু সিং, কুইটন ডি’কক, রহমানুল্লা গুব্বাজ, অংক্রিশ রঘুবংশী, রোভম্যান পাওয়েল, মণীশ পাডে, লার্ডনিথ সিসোদিয়া, ডেন্কেশে আইয়ার, অনুকূল রায়, মইন আলি, রমনদীপ সিং, আশ্রু পায়েল, সুনীল নারিন, অনুরিখ নট্টে, বেভব অরোরা, মায়াক্স মার্কান্ডে, স্পেন্সর জনসন, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, চেতন সাকারিয়া।

রামনবমীর দিন ইডেনে আইপিএল ম্যাচ সামলানোয় অসুবিধে নেই, বার্তা দিল কলকাতা পুলিশ



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ কলকাতা পুলিশ হাত তুলে নিয়েছে। তাই ৬ এপ্রিল ইডেনে কলকাতা বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ আয়োজিত হবে না। হয় অন্য দিনে ইডেনেই অনুষ্ঠিত হবে। নয়তো দিন অপরিবর্তিত রেখে ভেনু পালটে দেওয়া হবে। গত কয়েক দিন ধরে সিএবির তরফে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদেবর সমস্ত বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে জনগণের সুবক্ষার বিপর্যটিকে মাথায় রেখেই। এই ঘোষণার পর বল এবার চলে গেল সিএবির কোর্টে এতদিন ৬৫ হাজার দর্শক মোকাবিলা করতে পারবে না কলকাতা পুলিশ, তার কারণ রামনবমীর মিছিল সামলাতে ব্যস্ত থাকবে তারা-বাংলার ক্রিকেট সংস্থা এতদিন ধরে এই যুক্তিই খাড়া করে আসছিল। এবার কলকাতা পুলিশ সর্বদিক দিয়ে প্রস্তুত বলার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করবে-এবার কী? ৬ এপ্রিলের ম্যাচ কি তাহলে আগের মতো ইডেনেই আয়োজিত হবে? জবাব দেওয়ার দায় সিএবির।

বিশ্বের প্রথম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা ‘অর্জন’ করল এশিয়ার এই দেশ



জুঝি, ২১ মার্চঃ ইতিহাস গড়ে ২০২৬ এর বিশ্বকাপের টিকিট অর্জন করল জাপান। আগামী বছর ১১ জুন শুরু হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। তার আগে বাহরিনকে বৃহস্পতিবার ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছে জাপান। এই ম্যাচ জিতে প্রথম দেশ হিসেবে আগামী বছরের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেল জাপান। পূর্বের বছর কানাডা, মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হবে ফুটবলের মহাযাত্রা। নিয়ম অনুযায়ী এই তিন আয়োজক দেশ আগেই টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এ বার বাহরিনকে হারিয়ে এই তিন দেশের পাশাপাশি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেল জাপান। বাহরিন-জাপান ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জাপানের হয়ে দুটি গোল দাঁড়ি কামাডা ও টেকফুসা কুবোরা। এই নিয়ে পর পর ৮ বার বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করল জাপান। বাহরিনের বিরুদ্ধে জাপান ড্র করলেও বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেত। অস্ট্রেলিয়া ৫-১ ব্যবধানে হারায় ইন্দোনেশিয়াকে। তারপর অল্প দূরত্ব বৈ, জাপান ড্র করলেই যোগ্যতা নিশ্চিত হয়ে যেত। অবশ্য তেমনটা প্রয়োজন হল না। ম্যাচ জিতে এশিয়ার প্রথম দল হিসেবে জাপান যোগ্যতা অর্জন করল বিশ্বকাপে। ১৯৯৮ সালে প্রথম বার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল জাপান। এরপর ২০০২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুঝভাবে বিশ্বকাপে আয়োজনও করেছিল তারা। এই সময় থেকে জাপানের ফুটবলের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ এবং ২০২২ দুটো বিশ্বকাপের শেষ-১৬-তে জায়গা করে নিয়েছিল জাপান।

করেছে জাপান। এই ম্যাচ জিতে প্রথম দেশ হিসেবে আগামী বছরের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেল জাপান। পূর্বের বছর কানাডা, মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হবে ফুটবলের মহাযাত্রা। নিয়ম অনুযায়ী এই তিন আয়োজক দেশ আগেই টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এ বার বাহরিনকে হারিয়ে এই তিন দেশের পাশাপাশি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেল জাপান। বাহরিন-জাপান ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে জাপানের হয়ে দুটি গোল দাঁড়ি কামাডা ও টেকফুসা কুবোরা। এই নিয়ে পর পর ৮ বার বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করল জাপান। বাহরিনের বিরুদ্ধে জাপান ড্র করলেও বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেত। অস্ট্রেলিয়া ৫-১ ব্যবধানে হারায় ইন্দোনেশিয়াকে। তারপর অল্প দূরত্ব বৈ, জাপান ড্র করলেই যোগ্যতা নিশ্চিত হয়ে যেত। অবশ্য তেমনটা প্রয়োজন হল না। ম্যাচ জিতে এশিয়ার প্রথম দল হিসেবে জাপান যোগ্যতা অর্জন করল বিশ্বকাপে। ১৯৯৮ সালে প্রথম বার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিল জাপান। এরপর ২০০২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুঝভাবে বিশ্বকাপে আয়োজনও করেছিল তারা। এই সময় থেকে জাপানের ফুটবলের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ এবং ২০২২ দুটো বিশ্বকাপের শেষ-১৬-তে জায়গা করে নিয়েছিল জাপান।

শেষ মুহূর্তে ভিনিসিয়ুস-জাদুতে ব্রাজিলের দারুণ জয়

ব্রাজিল ২ - ১ কলম্বিয়া
গ্রাসিলিয়া, ২১ মার্চঃ দারুণ কিছু আভাস দিয়ে শুরু হওয়া ম্যাচটি তখন হতাশায় শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্রাজিলকেও আর সেভাবে স্বল্পে দেখা গেল না। এর মধ্যে সমতায় ফেরা কলম্বিয়াও পারল না তেমন কিছু করে দেখাতে। গ্রাসিলিয়ার মানে গারিখা স্টেডিয়ামের দর্শকেরাও যখন হতাশা নিয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়, তখনই জ্বলে উঠলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে বজ্রের বাহিরে থেকে নিলেন দারুণ এক শট। আর তাতেই পরস্যা উশুলা ড্রয়ের পথে থাকা ম্যাচটিতে ব্রাজিল পেয়ে যায় ২-১ গোলের দারুণ এক জয়। ২৬ মার্চ অর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচটি সামনে রেখে আজকের খেলাটি ব্রাজিলের জন্য ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। কলম্বিয়ার বিপক্ষে জিতে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকেই সেই ম্যাচের প্রস্তুতি সারল দরিভাল জুনিয়রের দল। এই জয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এল ব্রাজিল। ১৬ ম্যাচে ব্রাজিলের পয়েন্ট এখন ২১। আর ব্রাজিলের কাছে হেরে কলম্বিয়া নেমে গেছে ৬ নম্বরে। ১৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৯। যাবের মাঠে আজ আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই শুরু

করে ব্রাজিল। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই গতিময় ও পাসি ফুটবলে কলম্বিয়াকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে রাফিনিয়ার পাস ধরে দারুণভাবে কলম্বিয়ার বজ্র তুকে পড়েন ভিনিসিয়ুস। বজ্রের ভেতর



ভিনিকে থামাতে গিয়ে ফাউল করেন কলম্বিয়ান ডিফেন্ডার দানিয়েল মুনোজ। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিতে একটিও দেরি করেননি রেফারি। স্পট কিকে গোল করে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন বলেগোলোনা তারকা রাফিনিয়া। এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখে ব্রাজিল। পাসিং ও গতিতে কলম্বিয়ার রক্ষণে চাপও

তৈরি করে তারা। পাশাপাশি এ সময় ব্রাজিল জায়গাও বের করছিল দারুণভাবে। ৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে যায় তারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলটি পাওয়া হয়নি। এদিন প্রথম ২০ মিনিটে খুঁজেই পাওয়া যায়নি

লিভারপুল তারকা লুইস দিয়াজ। নিজেদের মাঠে প্রথমার্ধে ব্রাজিলের শুরুটা ভালো হলেও সেটা ধরে রাখতে পারেনি তারা। খেলা যতই এগিয়েছে, ধার হারিয়েছে ব্রাজিল। এ কারণে ভালো না খেলেও শেষ পর্যন্ত সমতা ফিরিয়ে বিরতিতে যেতে পারে কলম্বিয়া। বিরতি থেকে ফিরেই দারুণ এক আক্রমণে যায় ব্রাজিল। যদিও অল্পের জন্য পাওয়া হয়নি গোল। এরপর আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে দুই দলই চেষ্টা করে গোল আদায়ের। একাধিকবার কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু পাওয়া হচ্ছিল না প্রত্যাশিত গোলটি। এর মধ্যে ৬৪ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে গোলের সুযোগ তৈরি করে ব্রাজিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ রক্ষণে গিয়ে খেই হারানোয় শেষ পর্যন্ত গোল পাওয়া হয়নি। ৬৮ মিনিটে কলম্বিয়ার আক্রমণ কয়েক দেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক আলিসন। শেষ দিকে দুই দল আরও কিছু সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আর কোনো গোল না হওয়ায় মনে হচ্ছিল সমতাতেরই শেষ হবে ম্যাচ। কিন্তু ভিনিসিয়ুস অবশ্য অন্য কিছু ভেবে রেখেছিলেন। খেলা শেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে করলেন দারুণ এক গোল। আর তাতেই ব্রাজিল পেয়ে যায় মহামূল্যবান এক জয়।

‘ভক্তের কাছে হার রোনাল্ডোর, হার এমবাপেরও, জিতল জার্মানি

কোপেনহেগেন, ২১ মার্চঃ বিশেষ কিছু করতে হয়নি। চারটি ভালো পাস খেলে গোল করেছে ডেনমার্ক। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো মাঠে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছেন সেই দৃশ্য। শুধু কি তাই-? গোলের পর তাঁর ট্রেডমার্ক উদযাপন ‘সিউ’ দিয়ে তাঁরই চোখের সামনে আনন্দও সেরে নিয়েছে প্রতিপক্ষ এবং শেষ পর্যন্ত ওই গোলেই পর্ভুগালের হার। কোপেনহেগেনের পার্কেন স্টেডিয়ামে কাল রাতটা তাই মোটেও ভালো কার্টেনি রোনাল্ডোর। উয়েফা নেশনস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের এ ম্যাচে ডেনমার্কের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে পর্ভুগাল। ৭৮ মিনিটে ডেনিশদের জয় এনে দেওয়া গোলাটি যিনি করেছেন, সেই রাসমুস হয়লুন্দের কাছে রাতটা আবার অন্য রকম। মাঠে নিজের আদর্শকে সাক্ষী রেখে গোল করে তাঁর মতো করেই উদযাপন সেরেছেন। ঠিক ধরেছেন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই স্ট্রাইকার রোনাল্ডোর বড় ভক্ত। ম্যাচ শেষে হয়লুন্ড পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, রোনাল্ডোকে উপহাস করতে ‘সিউ’ উদযাপন করেননি। নিজের আদর্শকে সামনে রেখে তাঁরই সামনে তাঁর দলের বিপক্ষে গোল করা হয়লুন্ডের কাছে অনেক বড় অর্জন। সেটা স্মরণীয় করে রাখতেই অমন উদযাপন। জয়ের ব্যবধান বাড়াতে পারত ডেনমার্ক। প্রথমার্ধে ডেনিশ মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান এরিকসেনের পেনাল্টি রুখে দেন পর্ভুগিজ গোলকিপার দিয়োগো কস্তা। ডেনমার্কের হয়ে ২০১৬ সালের পর এই প্রথম পেনাল্টি মিস করলেন এরিকসেন। তাঁর একটি শট গোল লাইন থেকে ক্রিয়ারও করেন পর্ভুগিজ ডিফেন্ডার দিয়োগো দালোতা। তাঁর একটি ফ্রি-কিকও রুখে দেওয়া হয়। অনাদিক রোনাল্ডো এই ম্যাচে মোটেও প্রভাব ফেলতে



পারেননি। পর্ভুগাল অধিনায়কের একটি হেড ডেনমার্কের পোস্টের ওপর দিয়ে চলে গেছে, এই যা। বেশ থেকে মাঠে নামা হয়লুন্ড ৭৮ মিনিটে রাইট উইন্ডার আন্দ্রেস স্কোভ ওলসেনের ক্রস থেকে গোল করেন। গোলের পর মাঠের এক কোণায় গিয়ে সিউ উদযাপন করেন হয়লুন্ড। রোনাল্ডো মাঠে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখেছেন। কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যম ‘ডিআর’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডোর প্রতি মুগ্ধতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছিলেন হয়লুন্ড, “ক্রিস্টিয়ানোর কারণে ফুটবলের প্রেমে পড়েছি।” এবার তাঁর দলের

বিপক্ষে গোল করে উদযাপনটা নিজের আদর্শকেই উপহার দেওয়ার কথা জানানেন হয়লুন্ড। ম্যাচ শেষে ডেনিশ সম্প্রচারক টিভি ২-কে বলেছেন, “এটা আমার আদর্শের জন্য। এটা তাকে উপহাস করা কিংবা এমন কোনো ইচ্ছা থেকে করিনি। আমার ও আমার ফুটবল ক্যারিয়ারের ওপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। হয়তো একটি অন্য রকমও লাগতে পারে, তবে পর্ভুগাল ও তাঁর বিপক্ষে গোল করা আমার জন্য বিশাল কিছু। ২০১১ সালে ফ্রি-কিক থেকে তাঁর গোল করা মনে আছে। ম্যাচটি আমি দেখেছি এবং তার পর থেকেই আমি

ক্রিস্টিয়ানোর ভক্ত।” একই রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের অপর ম্যাচে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। প্রথমার্ধে আয়োজক ক্রোয়েশিয়ার হয়ে গোল দুটি করেন আন্তু বৃদিমির ও ইভান পেরিসিচ। ম্যাচের ৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আন্দ্রে ক্রামারিচের শট ফ্রান্সের গোলকিপার মাইক মেনিয়ঁ রুখে না দিলে ক্রোয়েশিয়ার জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ত। ইওয়েগা গার্ডার্ডিওলের দূরপাল্লার একটি শটও ঠেকান মেনিয়ঁ। এই হারে কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান দেম্বেলের ফ্রান্স দলে ফেরাটা স্মরণীয় হলো না। রবিবার রাতে প্যারিসে ফিরতি লেগে মুম্বাইয় হব দুই দল। জমী দল আগামী জুনে সেমিফাইনালে স্পেন অথবা নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে। একই রাতে অন্য মাঠে স্পেনের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে নেদারল্যান্ডস। ক্রোয়েশিয়ার কাছে হারের পর ফরাসি টিভি চ্যানেল টিএফ১-কে ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম বলেছেন, “আমরা প্রথম লেগে হেরেছি। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে যেন জিততে পারি, সেটা নিশ্চিত করব। প্রথমার্ধে নিজেদের মান অনুযায়ী খেলতে পারিনি। পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে নিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টাই করব।” অন্য আরেকটি ম্যাচে সান সিরায় প্রথম লেগে ইতালির বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে জিতেছে জার্মানি। জার্মানদের দুটা গোলই দ্বিতীয়ার্ধে। সান্ত্রো তোনার্লির করা ৯ মিনিটের গোলে ইতালি এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ৪৯ মিনিটে ফরয়ার্ভে টিম ক্লাইনডাইস্ট ও ৭৬ মিনিটে লিয়ন গোরেস্কার গোলে জয় তুলে নেয় জার্মানি। ২০২৩ সালের নভেম্বরের পর জার্মানি দলে ফিরেই গোল পেলেন গোরেস্কা। জাতীয় দলের হয়ে প্রায় চার বছর পর গোল করলেন তিনি। উটমুতে রবিবার রাতে ফিরতি লেগে।

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি

ফরেস্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975